মেয়ের জন্য শিক্ষাই আমার প্রধান অঙ্গীকার ;
বাল্য বিয়েকে লাল কার্ড

Education for daughter is my main commitment ;
Red card to child marriage

dalitkhulna@gmail.com | www.dalitbd.org

HER CHOICE

'হার চয়েস' এর গল্প-গাঁথা-২

Stories of 'Her Choice'-2

ICDI

Dalit

‘হার চয়েস’ এর গল্প-গাঁথা-২
Stories of ‘Her Choice’-2

পরিকল্পনা, উপকরণ উন্নয়ন, প্রচ্ছদ ও সম্পাদনায় ঃ
Planning, Materials Development, Cover Design & Editing:

হার চয়েস প্রকল্প, কেশবপুর, যশোর
Her Choice Project, Keshabpur, Jashore

প্রকাশক ঃ
Published by:

দলিত, ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ
Dalit, 37/1, Kedarnath Road, Moheshwarpasha, KUET, Daulatpur, Khulna-9203, Bangladesh

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ
Funded by:

International Child Development Initiative, Netherlands

প্রকাশকাল ঃ
Publication:

ডিসেম্বর, ২০২০
December, 2020

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
Copyright:

দলিত
Dalit

এক নজরে
‘হার চয়েস’
প্রকল্পের
কার্যক্রম

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সভা
Meeting at adolescent girls club

Glimpse of
'Her Choice'
project
activity

কিশোরী অধিকার সম্পর্কিত কমিউনিটি সভা
Community meeting on adolescent rights

উপজেলা আইন সহায়তা কমিটির সাথে সভা
Meeting with Upazila Legal Aid Committee

কিশোরী অধিকার সম্পর্কিত পথ-নাটক
Awareness raising street theatre on adolescent rights

যুব নারীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
Sports competition for the young women

আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান
Financial support to Income Generating Activities

কিশোরী ও মা'দেরকে করোনাকালীন সহায়তা প্রদান
Support to adolescent girls and mothers due to corona pandemic

হার চয়েস | Her Choice

নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষে দলিত সংস্থা হার চয়েস প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। হার চয়েস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল: বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা শিশুদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা।

হার চয়েস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ভিশন ঃ একটি বিশ্ব; যেখানে কিশোরী মেয়ে এবং নারীরা, ছেলে এবং পুরুষদের সাথে সমান সুযোগ ভোগ করবে এবং তাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে সক্ষমতা অর্জন করবে।

মিশন ঃ মেয়েরা তাদের বিবাহের ব্যাপারে, বিশেষ করে কে, কখন, কার সাথে বিয়ে করবে তা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

কর্মএলাকা	: কেশবপুর উপজেলা, যশোর জেলা
ইউনিয়ন সংখ্যা	: ৯টি
গ্রাম সংখ্যা	: ১৯টি
উপকারভোগীর সংখ্যা	: ৪,০১৫ জন
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা	: মার্চ ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম সমূহ ঃ

'হার চয়েস' প্রকল্পের আওতায় ৯ টি ইউনিয়নে ১৯ টি কিশোরী ক্লাব এবং ৯ টি কিশোর ক্লাব পরিচালনার মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, অভিভাবকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, শিক্ষা থেকে কিশোরীদের ঝরে পড়া ও ঈভ টিজিং হ্রাসের লক্ষ্যে স্থানীয় চেয়ারম্যান, নেতৃস্থানীয় ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সভা; শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত সভা পরিচালনা, কমিউনিটি পর্যায়ে পথ নাটক, পট গান, শোভাযাত্রা, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে অভ্যাসগত পরিবর্তনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ, ভকেশনাল প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার শিক্ষা) প্রদান, বিভিন্ন উদ্যোক্তা, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সভা পরিচালনা করা হয়েছে।

NGO Dalit has been implementing Her Choice project to create a women friendly environment and accelerating women's empowerment. Main objective of Her Choice project is: reducing the rate of child marriage by empowering girl child in deciding about their marriage.

Vision

A world; where girls and women enjoy equal status with boys and men to achieve their full potential in all aspects of their lives.

Mission

Girls are free to decide if, whom and when to marry.

Project related info

Working arena	: Keshabpur Upazila of Jashore District
No. of Union	: 9
No. of Village	: 19
No. of beneficiaries	: 4,015
Project duration	: March 2016 - December 2020

Major activities of the project:

Under the 'Her Choice' Project, 19 girls clubs and 9 boys clubs in 9 Unions conducting leadership development training for adolescent girls, skill enhancement training for parents, discouraging child marriage, awareness raising programs are conducted for local chairmen, leading and religious personalities, school / madrasa teachers and members of the management committee to reduce adolescents drop out of education and eve teasing. In order to improve personal health, habitual change activities have been conducted through menstrual health care, reproductive health and rights meetings, meetings on reproductive health and psychological perspectives for teachers and parents, community drama, pot (group) song, rally, miking etc. Meetings have been conducted with various entrepreneurs, NGOs and other organizations to provide employment oriented training, vocational (computer) training to create employment opportunities.

প্রকল্পের প্রধান কর্মকৌশল সমূহ ঃ

১. মেয়েদের উপর বিনিয়োগ, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ। বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব ও তার বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষত বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

২. মেয়ে শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ উন্নতিকরণ, সাধারণভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং বিশেষ ভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মেয়ে বান্ধব স্কুলের পরিবেশ তৈরী এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়।

৩. যুববান্ধব স্বাস্থ্য সেবাতে মেয়েদের প্রবেশাধিকারে উন্নতিকরণ। মেয়েদের সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা উন্নতিকরণ যাতে করে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে।

৪. মেয়েদের ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উন্নতি। প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর মাধ্যমে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবেশ গঠন যেখানে মেয়েদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে।

৫. জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষতিকারক রীতিনীতি পরিবর্তনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করা। মেয়েদের অধিকার ও জেন্ডার সমতা প্রচারের জন্য কমিউনিটিকে সহায়তা করা যাতে করে মেয়েদের নিজস্ব মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৬. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি সক্রিয় আইনি পরিবেশ তৈরী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করা যাতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নীতি জোরদার করতে পারেন।

MAIN STRATEGIES:

1. Invest in girls, their knowledge, skills and participation in society. Enhancing their comprehension of the negative effects of child marriage and of alternative options, contributing to girls having increased control in decision-making, especially if, when and whom to marry.

2. Improve access to formal education for girls. Supporting girl-friendly schools and building knowledge through schooling in general, and on SRHR in particular, contributing to girls having increased control in decision-making.

3. Improve access to youth-friendly SRH-services for girls. Improving health services and by actively referring girls to health workers, contributing to girls being better informed and having increased control in SRHR-related decision-making.

4. Improve the economic security of girls and their families. Creating and/or supporting women self-help groups with training and access to (financial) resources, contributing to girls' increased control in decision-making, and to greater decision-making space of girls within communities.

5. Mobilize communities to transform social norms that are detrimental to achieving gender equity. Supporting communities to promote girls' rights and gender equity; contributing to greater decision-making space of girls within communities.

6. Create an enabling legal and policy environment on preventing child marriage. Supporting traditional leaders and (local) authorities to enforce policies on preventing child marriage, contributing to greater decision-making space of girls through enforced legislation.

কিশোরী/ কিশোর ক্লাবের কার্যক্রম সমূহঃ

কিশোরী ও কিশোর ক্লাবের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

১. মাসিক/ দ্বিমাসিক/ ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা;
২. যুব-নারীদের পাঠচক্র কর্মসূচী;
৩. যুব-নারীদের খেলাধূলার প্রতিযোগিতা;
৪. বাল্যবিবাহের শিকার দম্পতিদের নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা;
৫. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক;
৬. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে মেডিকেল ক্যাম্প;
৭. আইনি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা;
৮. রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধার বিকাশ;
৯. দেয়ালিকা প্রকাশ;
১০. ম্যাগাজিন প্রকাশ;
১১. কারাতে/ফুটবল টুর্নামেন্ট;
১২. সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা;
১৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।

ক্লাবের অর্জন সমূহ ঃ কিশোরী ও কিশোর ক্লাবসমূহ তাদের নিজ নিজ এলাকায় তাদের পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত মাইলস্টোনসমূহ অর্জন করেছে:

১. ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী হয়েছে (বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে);
২. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. উচ্চ শিক্ষায় অগ্রগতি;
৪. সামাজিক নেতৃত্ব উন্নয়ন (বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে);
৫. মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরী;
৬. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি (মাসিককালীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য);
৭. আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ব;
৮. সরকারী স্বাস্থ্য সেবায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
৯. যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরী;
১০. নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি;

Activities of adolescent girls/boys clubs:

1. Organizing monthly/ bi-monthly/ quarterly meetings;
2. Lessons for the young women;
3. Sports competition for the young women;
4. Experience sharing meeting with the participation of child marriage victim couples;
5. Awareness raising court-yard meeting;
6. Conduct medical camps to increase health awareness;
7. Conducting legal awareness meetings;
8. Talent development through essay writing, debate and drawing competitions;
9. Publish wall magazine;
10. Publish printed magazine;
11. Karate/ football tournament;
12. Cultural competitions;
13. Celebration of national and international days.

Achievements: Adolescent girls/ boys clubs have achieved the following milestones by implementing their planned activities in their respective areas:

1. Extensive public awareness has been created (on various social issues);
2. Creating employment opportunities;
3. Progress in higher education;
4. Social leadership development (especially for the women);
5. Created a field for expressing opinions;
6. Health awareness has increased (menstrual hygiene and sexual & reproductive health);
7. Mastering self-defense tactics;
8. Increased participation in government health services;
9. Creating a field of communication;
10. Increasing women's empowerment.

শান্তির নীড় (হাউজ অব পিস্)

হার চয়েস প্রকল্পের একটি বিশেষ কর্মসূচী হল হাউজ অব পিস্ বা শান্তির নীড়। প্রকল্প এলাকা কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামে এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীটি মূলতঃ তাদের জন্য যারা ইতিমধ্যেই বাল্য বিবাহের শিকার হয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন যাপন করছে। এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহের শিকার কিশোরীদের মানসিক যন্ত্রনা প্রশমনের পাশাপাশি উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে হাউজ অব পিস্ ২৫ জন বালিকা বধূর উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

কর্মসূচীর লক্ষ্য

বাল্য বিবাহ ও দারিদ্রতার প্রজন্মভিত্তিক চক্রকে মোকাবেলা করার জন্য বহুপ্রজন্মভিত্তিক সম্মিলিত উদ্যোগে একটি হাব তৈরী করা যার মাধ্যমে বিবাহিত এবং অবিবাহিত যুবনারী ও পুরুষদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রজন্মকেও (সন্তান, দাদা-দাদী, শ্বশুর) বহুমুখী সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনী ও মনস্তাত্বিক পরামর্শ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিচর্যা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ) প্রদান করা।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্যসমূহ

* প্রাক-শৈশব সচেতনতা তৈরী করা
* শিশু বিবাহ আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* শিশু স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা
* সেল্ফ হেল্প গ্রুপ এর মাধ্যমে আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনা করা

কর্মসূচীর প্রধান কার্যক্রমসমূহ

* সেল্প হেল্প গ্রুপ গঠন করা এবং আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনা করা
* একটি শিশুর প্রথম ১,০০০ দিন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* বাল্য বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা
* সদস্যদের শিশুদের জন্য শিশু খেলা-ধুলা কার্যক্রম পরিচালনা করা
* উপকারভোগীদের মাঝে সংঘটিত বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন তৈরী করা

House of Peace

House of Peace is a pilot program of Her Choice project. The program is implementing in Majidpur village (of Keshabpur Upazila), one of the villages of the project area. House of peace was designed for them who are already victims of child marriage and leading a very measurable life. It recovers the victims of child marriage from trauma and makes them self reliant by providing need based training. At present, House of peace is helping 25 child brides to look forward to a brighter future.

Goal of the program

To pilot a multigenerational approach to combating the intergenerational cycle of child marriage and poverty, through the creation of a Hub where multi-sectoral services (education, health, legal and psychosocial counseling, ECEC (Early Childhood Education and Care), vocational training) are offered to married and unmarried young women and men, with the involvement of all generations (children, grandparents and in-laws).

Objectives of the program

* To create awareness on pre-childhood
* To build awareness on Child Marriage Act
* To enhance awareness on child health & SRH
* To create awareness on mental health
* To develop employment opportunities by skill development
* Formation of self-help group & operation of financial program

Major activities of the program

* Formation of a Self-Help group & operation of financial activities
* Awareness session on first 1,000 days of a child
* Awareness meeting on Acts of Child Marriage & Family matter
* Awareness session on SRH
* Awareness session on mental health
* Training on employment opportunities
* Operate children's play zone for the participant's children
* Documentation on negative effects of Child Marriage of the beneficiary

'হার চয়েস' এর গল্প-গাঁথা-২

Stories of 'Her Choice'-2

অর্থ বল নয়, মনোবলই প্রকৃত শক্তি

৫ বছর বয়সী স্বাগতা দাস, সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য স্বামী পরিত্যাক্তা টুম্পা দাসের (২৬) মেয়ে। টুম্পা দাস বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছিলেন। তার স্বামী ছিল অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। সে সবসময় তাকে নজরে নজরে রাখত এবং সন্দেহ করতো। তার পরিবারের সাথে তাকে দেখা করতে দিত না। সর্বদা তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো, মারধর, ঘুষি, চড়, লাথি কোনও অত্যাচার থেকেই রেহাই দেয়নি তাকে। ১ বছরের কন্যা শিশুকে নিয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে টুম্পা পালিয়ে আসেন বাবার বাড়িতে। মেয়ে স্বাগতা সহ তিনি বাবা-মা, ভাই, ভাই এর বউ সন্তানসহ ৭ জনের পরিবারে বসবাস শুরু করেন। আর্থিক টানাপোড়নে সে মাঠে দিন মজুরের কাজ শুরু করে। এরপর মজিদপুরে হাউস অব পিস এর কার্যক্রম শুরু হলে টুম্পা দাস তার সদস্য হন। বিভিন্ন মিটিং এ অংশগ্রহন করেন। হাউস অব পিস থেকে ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) আর্থিক সাপোর্ট পেয়ে টুম্পা মাঠের কাজের পাশাপাশি ছাগল পালন করেন। দলিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ২০১৮ সালে হাউস অব পিসের প্লে জোনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্লে জোন প্রাক-শৈশব শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের স্কুলে ভর্তি উপযোগী হতে সাহায্য করে। আনন্দঘন পরিবেশে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায় টুম্পা দাস স্বাগতাকে প্লে জোনে ভর্তি করেন। স্বাগতা প্রতিদিন প্লে জোনে পড়তে ও খেলাধুলা করতে আসে। মা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় মেয়েকে প্লে জোনে রেখে যায়। আবার দিনশেষে মাঠের কাজ থেকে ফেরার সময় মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে চলে যান। সময়ের সাথে সাথে প্লে জোন হয়ে উঠেছে মা টুম্পার পরম নির্ভরতার জায়গা। যে জায়গা তার মেয়েকে নিরাপত্তা দেয়, পুষ্টিকর খাদ্যসহ শিক্ষা উপকরণ ও খেলনা সামগ্রী প্রদান করে। প্রতিদিন প্লে জোনে এসে স্বাগতা এখন লিখতে, পড়তে ও ছড়া বলতে পারে। তার ভুবন ভোলানো হাসি ও আধো আধো করে বলা আবৃত্তি সবাইকে মুগ্ধ করে। সে প্লে জোনের শিক্ষকের কথা মান্য করে। সে প্লে জোন থেকে যা শিখে সেগুলো তার বন্ধু ও পাড়ার ভাই বোনদেরকে শেখায়। স্বাগতা প্লে জোনে শিশুদের সাথে পুতুল ও গেম খেলতে পছন্দ করে। মেয়ের মুখে ইংরেজীতে ফল, ফুল, পাখির নাম টুম্পা অবাক হয়ে শোনে। টুম্পা চায় যতই কষ্ট হোক মেয়েকে সে লেখাপড়া করাবে, মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। স্বাগতার মা দলিত সংস্থার হার চয়েস প্রকল্প ও হাউস অব পিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Money is not strength, morale is the real strength

5-years-old Swagata Das, daughter of Tumpa Das (26). Tumpa is a Self help group member and also separated from her husband. Tumpa Das was a victim of child marriage. Her husband was extremely strict in nature. He keeps track of everything she does. He monitors where she is and whom she is with at all times. He is so abusive, jealous, including constantly accused her of cheating. He prevents her from seeing her family. He always hurt her physically, such as hitting, beating, pushing, shoving, punching, slapping, kicking, or biting. He did not spare any torture. Unable to bear the torture, Tumpa somehow escaped to her father's house with her 1-year-old daughter. She along with her daughter Swagata lived with family of 7 including parents, brother, brother's wife and children in father's house. In the financial crisis, she started working as a day laborer in the field. When the House of Peace started in Majidpur village, Tumpa became its member and participated in various meetings. With the financial assistance 5,000 (Five Thousand Taka) from House of Peace, she purchased goats in addition to field work. The House of Peace play zone activities started in 2018 to spread the light of education among dalit children. Helps children be enrolled in school through pre-childhood education in the play zone. Provide education to children in a pleasant environment. Wishing for a bright future for the child, Tumpa Das admitted Swagata into the play zone. She comes to the play zone every day to read and play. Tumpa leaves her daughter Swagata in the play zone when she goes to work in the field. When she returned from field work at the end of the day, she took her daughter back to home. Over time, the play zone has become a place of absolute reliance for Mother Tumpa. The place that provides security to her daughter provides educational materials and toys with nutritious food. Coming to the play zone every day, Swagata can now read, write and recite rhymes. Her world-pleasing smile and half-turned recitation fascinated everyone. She obeys the play zone teacher. She teaches what she learns from the play zone to her friends and neighbors. Swagata likes to play with dolls and games with the children in the play zone. Tumpa is surprised to hear the names of fruits, flowers and birds in English on the girl's face. Tumpa wants to educate her daughter no matter how hard she tries, to make her a true human being. Swagata's mother expressed gratitude to the Her Choice project and the House of Peace.

বৈশাখীর স্বপ্ন হলো সত্যি

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার অন্তর্গত জাহানপুর গ্রামের ১৮ বছর বয়সী দুঃসাহসী বৈশাখী সরকার, সে আনন্দ সরকার ও পূর্ণিমা সরকারের মেয়ে। তার বাবা দিনমজুর এবং মা গৃহকর্মী। সে পিতামাতার ছোট মেয়ে এবং তার বড় ২ ভাই রয়েছে। ৫ সদস্যের পরিবারে তার বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদার তুলনায় তার আয় ছিল অত্যন্ত কম। যেখানে পরিবারের সকলের খাবার সরবরাহ করাই কঠিন ছিল, সেখানে তিন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করা তার পিতার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বৈশাখী জাহানপুর বালিকা ক্লাবের সভাপতি এবং কারাতে দলের সদস্য ছিল। সে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের জাতীয় কারাতে টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল। তার পরিবার তার লেখাপড়ার খরচ বহন করতে না পারায় তাকে ২০১৮ সালে বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে প্রতিবাদ করলে তার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে। এক পর্যায়ে তার বাবা-মা তার পড়াশোনার জন্য অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং সে নিঃস্ব হয়ে যায়। তখন হার চয়েস প্রকল্প তার পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রকল্পের উচ্চ শিক্ষা সহায়তায় সে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করে। "যেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মেয়েদেরই বাল্য বিয়ে হয়ে যায়, সেখানে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম অন্যরকম কিছু,

দুঃসাহসী কিছু করার। পুলিশরা মানুষদের এবং মানুষের সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান করে। তারা অপরাধ প্রতিরোধ ও সমাধান করে, শান্তি বজায় রাখে এবং অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। দেশ ও জাতির প্রতি তাদের এই দায়িত্ব পালন আমাকে অনেক আকর্ষণ করে। এই কারণেই আমি পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম", বৈশাখী বলছিলেন। "কীভাবে আবেদন করব বা এই পদের জন্য কি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল তা আমি জানতাম না", বলছিলেন বৈশাখী। "হার চয়েস প্রকল্পের কর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ প্রদান করে আমাকে অনেক সহায়তা করেছিলেন।" প্রথমবার সে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীতে যোগদানের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল। তবে সেবার উত্তীর্ণ হতে পারেনি এবং বারবার চেষ্টা করতে থাকে। এরপর ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে বৈশাখী দাস বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে চাকরি পায়। হার চয়েস প্রকল্পের কারাতে দলের সদস্য হওয়া বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে তার চাকরী পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, বলছিলেন বৈশাখী। সে ইতোমধ্যে ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেছে। "গার্লস ক্লাবের সদস্য হওয়ায় এটি আমার যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সংবেদনশীল পরিস্থিতি মোকাবিলা, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, সততা, স্থিতিস্থাপকতা, আত্মবিশ্বাস, দলবদ্ধ ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার দক্ষতা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা শিখিয়েছে", বৈশাখী বলছিল। এখন তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে সমর্থন এবং প্রশংসা করেন। বর্তমানে সে কুষ্টিয়া থানায় কর্মরত আছে। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা হার চয়েস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Baishakhi's dream comes true

18 years old adventurous Baishakhi Sarkar daughter of Anando Sarkar and Purnima sarkar lives in Jahanpur village under Keshabpur upazila of Jashore district. Her father is a day laborer and mother is a homemaker. She is the younger daughter and she has 2 elder brothers. In a family of 5 members, her father is the only earner in their family. His income was far less than the daily needs of the family. Where it was difficult to provide food, it was almost impossible to pay for the education of three children. Baishakhi was the president of Jahanpur girls club and also a Karate team member. She participated in Bangladesh National Karate Tournament several times. Her family wanted to married her off at 2018, due to unable to bear the cost of her education. When she protested, her family members started misbehave with her. At one point her parents stopped paying for her education and she become helpless. Her Choice project then stood by her side. With the higher education support from the project, she resumed her studies. 'Where most of the girls in our community get married in childhood, I dreamed of something different, something adventurous. Police officers serve their communities by protecting property and people. They prevent and solve crime, keep the peace, and respond to criminal activities and emergencies. Their responsibilities towards country and nation attract me a lot. That's why I dreamed of becoming a police officer', said Baishakhi. 'But I did not know how to apply or what educational qualifications were required for this position', she continued. 'Her Choice project staff assisted me a lot with the necessary information'. First time she tried for the Bangladesh police at 2018. But she was disqualified and tried again and again. Baishakhi das got chance in Bangladesh Police at August, 2019. She was a well known member of Karate team of Her Choice project. As a result her post was very acceptable in Bangladesh police. She already joined the Bangladesh Police at 21 Sep, 2019. Knowing Karate added advantage for getting the job, said Baishakhi. 'Being a girls club member its improves my communication skills, problem-solving skills, diplomacy for dealing with sensitive situations, a sense of personal responsibility, integrity, resilience, confidence, teamwork skills, ability to work independently and respect for diversity', she said. Now her family members also support and appreciate her. Currently she is posted in Kustia Police Station, she and her family members expressed their gratitude to Her Choice project.

সংগ্রামী উদ্যোক্তা ঝর্ণা দাস

৩২ বছর বয়সী পলাশ দাসের স্ত্রী ঝর্ণা দাস, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামে বসবাস করেন। পুত্র, কন্যা এবং শাশুড়ি সহ তার পরিবারে ৫ জন সদস্য রয়েছে। ঝর্ণা দাস ছিলেন একজন গৃহিনী। তার স্বামী পলাশ দাস (৩৭) বাঁশ এবং বেতের একটি ছোট ব্যবসা করেন। ঝর্ণা তার বাড়ির কাজকর্ম শেষ করে স্বামীকে সহায়তা করতেন। ৫ সদস্যের পরিবারে তার স্বামী একাই উপার্জন করেন যেখানে তার দুই ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে এবং তার শাশুড়ি খুবই অসুস্থ। সংসারের খরচ এবং মায়ের ঔষধ কিনে তার স্বামীর পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানো এক প্রকার অসাধ্য হয়ে পড়ছিল। আর্থিক টানাপোড়নের কারণে এক পর্যায়ে ঝর্ণা তার মেয়েকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তারপর ঝর্ণা একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে বাঁশ ও বেতের ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তারপরে তিনি আবার আরেকটি এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নেন এবং পূর্বের এনজিও থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি আয় করতে শুরু করেন কিন্তু ঠিকমত ব্যবসা না বোঝার কারণে তিনি ব্যবসার লাভ ক্ষতি হিসাব করতে পারছিলেন না। তিনি হার চয়েস প্রকল্প থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। তারপরে তিনি কীভাবে একটি ব্যবসা পরিচালনা করবেন, সঠিকভাবে কাজ করবেন এবং অর্থ সাশ্রয় করবেন তা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তিনি সুজাপুর যুব গ্রুপের সদস্য ছিলেন এবং হার চয়েস প্রকল্পের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি দোলনা'র ব্যবসা শুরু করেন। স্বামীর আয়ের পাশাপাশি তিনিও পরিবারের আয়ে অবদান রাখতে শুরু করেন। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী তিনি তার ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। এখন ৩৫-৪০ জন মহিলা ঝর্ণা দাসের অধীনে কাজ করছেন। তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং তার মেয়েও এখন তার কাছে ফিরে এসেছে। ঝর্ণা দাস এবং তার স্বামী হার চয়েস প্রকল্পের সকল কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানান।

Struggling Entrepreneur Jharna Das

32 years old Jharna Das is wife of Palash Das lived in Sujapur village of Keshabpur upazila, in Jashore district. There are 5 members in her family including son, daughter and mother in law. Jharna Das was a housewife. Her husband Palash Das (37) runs a small business of bamboo and cane. She helped her husband after completing her household activities. Her husband earns alone in a family of five where her two children are studying and her mother-in-law is very ill. Gradually it was becoming impossible for her husband to educate her children after the expense of the family and by buying her mother's medicine. At one point, due to financial difficulties, Jharna send her daughter to her father's house. Then she took loan from an NGO and started a business of bamboo and cane. It becomes difficult for her to pay the installment of the loan then and there. Then she took loan again from another NGO and paid the loan taken from previous NGO. She started earning but she could not calculate the profit and loss of the business due to not understanding the business properly. She got Entrepreneur training from the Her Choice project. After that she had come to know how to run a business, function properly and save money. She was the members of Sujapur youth group and participated in many programs of the Her Choice project. Then she started a cradle business. In addition to her husband's income, she began to contribute to the family income. She runs her business according to the lessons learned from the training. After these struggles, day by day her family's economic situation began to improve. Now 35-40 women have been working under Jharna Das. She has paid all loans and and her daughter is back to her now. Jharna Das and her husband are pleased with the Her Choice project and thanked all the staff of the project.

অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেল শ্যামলী দাস

শ্যামলী দাস (১৯) যশোরের কেশবপুরের মজিদপুর ইউনিয়নের দাসপাড়ায় বসবাস করেন। ৬৯ বছর বয়সী তার বাবা বিশ্বনাথ দাস পেশায় ভ্যান চালক এবং ৫৫ বছর বয়সী মা দূর্গা রানী দাস একজন গৃহবধূ। তিনি তার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে মেয়েকে বিবাহ দেন পিতা বিশ্বনাথ। ২০১৮ সালে যশোরের মণিরামপুরের মুরাগাছা গ্রামের সরজিৎ দাসের ছেলে জীবন দাসের সাথে শ্যামলীর বিয়ে হয়। জীবন দাস ছিলেন একজন বেকার মানুষ। 'সে বিয়ের কয়েকদিন পর থেকে আমার সাথে দূর্ব্যবহার শুরু করে। সে খুব হঠাৎ এবং দ্রুতই রেগে যেত, আমি বুঝতেই পারতাম না যে, আসলে সমস্যাটা কি? হঠাৎ সে আমার কাছে যৌতুক চাওয়া শুরু করে', বলছিল শ্যামলী। যখন তিনি প্রতিবাদ করলেন এবং অর্থ আনতে ব্যর্থ হলেন তখন তার স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন শুরু করে। 'তারা আমাকে সবার সামনে অপমান করতো। বিশেষ করে বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে এবং প্রতিবেশীদের সামনে তারা আমাকে বেশি বেশি অপমান করতো', বলছিলেন শ্যামলী। তারা তাকে কালী-কালো বলে তার ত্বকের রঙের জন্য কটূক্তি করত এবং সে প্রায়ই তার বাবা-মার কাছে ফোন করে কাঁদত। তিনি প্রায়ই তার বাবা-মাকে বলতেন যে তিনি আর বাঁচতে পারছেন না এবং তিনি তার জীবন শেষ করে দিবেন। ইতোমধ্যে তিনি গর্ভবতী হন এবং এই সময়ে তাকে আরও বেশি নির্যাতন করা হয়। আমার যত বেশি কষ্ট হত, তারা তত বেশী মজা পেত। অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সহ্য করতে না পেরে সে তার বাবার বাড়িতে চলে আসে।

তিনি তার পিতামাতার বাড়িতে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির কেউই তাকে বা তার সন্তানকে দেখতে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে তার বাবা হাউস অব পিসের আইনজীবীর কাছে যান। আইনজীবী তাকে বিবাহ আইন এবং বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে বিভিন্ন আইনী পরামর্শ দেন। শ্যামলী দাস ২৫ নভেম্বর, ২০১৯ সালে উকিলের সহায়তায় স্বামীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শ্যামলী এমন কোনও ব্যক্তির সাথে দাম্পত্য জীবন কাটাতে চাননি যিনি তাকে নির্যাতন করবেন, তার চেহারা নিয়ে উপহাস করবেন এবং সর্বদা অন্যের সামনে তাকে অপমান করবেন। তারপর তিনি হাউস অব পিসের সহায়তায় তার স্বামীকে তালাক দিয়েছিলেন। এখন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তার সন্তানকে একটি ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। শ্যামলী দাস আবার লেখাপড়া শুরু করেছেন। এখন তিনি ২০২১ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী। তাকে তার অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি হাউস অব পিসের আইনজীবী এবং সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Shamoly Das free from cursed life

Shamoly Das (19) lives in Daspara, under Majidpur union in Keshabpur, Jashore. Her father Bishwanath Das (69) is a rickshaw-van puller and mother Durga Rani Das (55) is a housewife. She is the third child of her parents. Bishwanath gave his daughter in marriage with the aim of building a bright future for her. In 2018 Shamoly was married to Jibon Das the son of Sarjit Das of Muragasa village, under Manirampur Upazila, Jashore. Jibon Das was a jobless man. 'He started misbehave with me a few days after the marriage. He would get angry very quickly and had a very unpredictable temper, so I never know what might cause a problem. Suddenly he started asking for dowry', said Shamoly. When she protested and failed to bring money she was tortured physically and verbally by her husband and his family members. 'They used to insult me in front of everyone. Especially when someone came to visit the house and in front of the neighbors they used to insult me more and more', Shamoly said. They used to taunt her for her skin colour by calling her "kalli-kallo", and she used to cry over the phone to her parents. She would often say to her parents that she is not able to live peacefully and that she will end her life. In the meanwhile, she was pregnant and she was tortured more in this time. 'The more I had trouble, the more fun they had'. The violence escalated to such an extent that she moved to her father's house.

She give birth a baby boy in her parent's home. But nobody from her in-laws home came to see her or her baby. In this circumstance, her father went to the lawyer of the House of Peace (a program of Her Choice project). The Lawyer gave him much suggestion about the marriage law and divorce. Shamoly Das decided to divorce her husband with the help of that lawyer in 25 Nov, 2019. She did not want to lead a conjugal life with a man who tortured her, make fun of her appearance and always insult her in front of others. Then she divorced him with the help of the House of Peace. Now she wants to establish herself and make her child as a good human being. Shamoly Das has started her study again. Now she is a candidate of H.S.C examination in 2021. She thanked the lawyer and staff of House of peace for freeing her from her cursed life.

সংগ্রামের পর সুখ, এক দলিত বধূর সফলতার গল্প

পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ১৪ বছর বয়সী স্বপ্না দাস ২০০২ সালে ভ্যান চালক বাসুদেব দাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর সাথে স্বপ্না যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নে বসবাস করেন। তার ছেলে ১২ বছর বয়সী জীবন দাস চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে এবং ৬ বছর বয়সী মেয়ে সাথী দাস বাগদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। তার পরিবারে কেবল তার স্বামীই উপার্জনের একমাত্র উৎস ছিল। পরিবারের দৈনন্দিন খরচ একজনের আয়ে চালানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। আর্থিক সমস্যার কারণে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। 'আর্থিক বঞ্চনা আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি করে', বলছিলেন স্বপ্না। 'পরিবারে আমার কোন মর্যাদাই ছিল না। পারিবারিক সিদ্ধান্তে আমার কোন অংশগ্রহন ছিল না। পরিবারের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি পরিবারের আয়ে অবদান রাখব, আমি স্বাবলম্বী হব'। কিছুদিন পর তিনি হার চয়েস প্রকল্পের কর্মীদের সাথে পরিচিত হন এবং হাউস অব পিসের সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য হন। হার চয়েস প্রকল্প তাকে ৫০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) অর্থ সহায়তা প্রদান করে।

তারপর এই অর্থ দিয়ে তিনি কিছু মুরগী, হাঁস এবং ফলের গাছ কিনেছিলেন। এখন ডিম বিক্রি করে প্রতিদিন প্রায় ১০০ টাকা আয় করেন তিনি। স্বপ্না বলছিলেন, 'আমি কখনও নিজের বা নিজের পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারিনি। তবে স্বাবলম্বী হওয়ার পর আমি আমার সন্তানের শিক্ষায় অবদান রাখি, তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরন করি এবং আমার সন্তানদের ছোট ছোট আবদারও পূরণ করতে পারি। নিজের আয়ের টাকা থেকে আমি দূর্গাপূজায় স্বামী ও সন্তানদের নতুন পোশাক কিনে দিয়েছি এবং মেয়েকে নতুন নাকফুলও কিনে দিয়েছি। এখন আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি পরিবারে সুখও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার স্বামী এখন আমাকে মর্যাদা দেয়। পারিবারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমার মতামত নেয়। এমনকি মেয়েকে কোন স্কুলে ভর্তি করবো তা আমার সিদ্ধান্তেই হয়েছে। পারিবারিক পরিবর্তন দেখে এখন আমি ভাবি কোথায় ছিলাম আমি আর এখন কোথায়। আমি চিরকাল দলিতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব', তিনি বলছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি তার বাড়ির পাশে একটি মুরগী বা হাঁসের খামার গড়ে তুলতে চান।

Happiness after struggle, a success story of a dalit bride

Due to fathers financial instability 14 years old Swapna Das married to a rickshaw-van puller Bashudev Das in 2002. They live in Majidpur union in Keshabpur Upazila under Jashore district. She has a son Jibon Das (12) studying in class IV and daughter Sathi Das (6) studying in class I in Bagda primary school. Only her husband was the earning source in their family. The daily expenses of the family were extremely difficult to run on one's income. Due to financial difficulties, family quarrels would continue. 'Financial deprivation creates emotional distance between me and my husband', said Swapna. 'I had no status in the family. I had no involvement in family decisions. In order to maintain the economic balance of the family, I have decided that I will contribute to the income of the family, I will be self-sufficient'. After some day, she met with Her choice project staff and became a member of Self Help Group of House of Peace. Her Choice project provided her 5000.00 (Five Thousand) tk. as support money.

Then she bought some hen, duck and fruit trees with this money. Every day she earns almost 100 taka by selling the eggs. 'I have never been able to meet the needs of my family, myself or my child', said Swapna. 'But after becoming self-reliant, I contribute to my child education, meet their nutritional needs and also fulfill the small demands of my children'. She bought new clothes for her husband and children at Durga Puja and bought a nose pin for her daughter. 'Now I have economic freedom as well as increased happiness in my family. My husband now gives me dignity. The family takes my opinion on various decisions. I have even decided which school I will enroll my daughter in. Seeing the family change now I wonder where I was and where I am now. I will be forever grateful to Dalit', she said. In the future she wants to run a hen or duck farm beside her residence.

খুশির কান্নায় ভেসে যাওয়া হাজারো গ্লানীর গল্প

অষ্টম শ্রেনী পাশ করে রিক্তা দাস মজিদপুর গ্রামের মৃত তারাপদ দাসের ছেলে দীপক দাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রিক্তা নিমাই দাস এবং দেবোলা দাসের মেয়ে। বিয়ের ১ বছর পর, তিনি রাজদ্বীপ নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন এবং ছেলের যখন ৩ বছর বয়স হয় তখন তিনি একটি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন নাম কনা দাস। রিক্তার বয়স এখন ২১ বছর, তার স্বামী একটি সেলুনে কাজ করেন। স্বামীর স্বল্প আয়ে পরিবার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিল। সংসারের চাহিদা পূরন করতে গিয়ে প্রায়ই তার বাবার কাছ থেকে ২,০০০-৫,০০০/= টাকা করে আনতে হতো। তবুও, তিনি তার পারিবারিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না।

বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে গিয়ে তাদের সাথে রিক্তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতো এবং টাকা না আনতে পারলে সে স্বামী দ্বারা নির্যাতিত হতো। সময়ের পরিক্রমায় আর্থিক পরিস্থিতির সাথে সাথে পারিবারিক বন্ধনও খারাপ হতে থাকে। 'এক পর্যায়ে আমি ভাবতে থাকি আমি হয়তো পিতামাতা এবং স্বামী দুইটি সম্পর্কই হারিয়ে ফেলব', বলছিলেন রিক্তা। 'মনে মনে আমি এই অবস্থা থেকে মুক্তির একটি পথ খুঁজছিলাম', সে বলতে লাগলো। 'এমন সময় আমি আমাদের গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্যের কাছ থেকে হাউস অব পিস সম্পর্কে জানতে পারি। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমার পারিবারিক সংকট সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলি। আমার সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে দেখার পর তারা আমাকে তাদের সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য করে', বলছিলেন রিক্তা। এরপর হার চয়েস প্রকল্প তাকে ৫,০০০/ = (পাঁচ হাজার টাকা) অর্থ সহায়তা প্রদান করে। তারপর রিক্তা সেই টাকা থেকে একটি ছাগল কিনে। ৮ মাস পর ছাগলের একটি বাচ্চা হয়। বেশ দ্রুতই তার অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ছাগল পালন থেকে লাভবান হয়ে তিনি বর্তমানে গরু পালন করছেন। এখন আর তার পিতার কাছ থেকে তাকে সাহায্য নিতে হয় না। 'জীবনে প্রথমবার নিজের আয় থেকে আমার পিতাকে পাঞ্জাবী আর মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছি', বলতে বলতে খুশিতে কেঁদে ফেলেন রিক্তা। 'এখন যখন বাবার বাড়িতে যাই তখন বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাই, মাথা উঁচু করে, টাকা আনতে নয়'। তার কান্নায় মিশে ছিল হাজারো গ্লানী থেকে মুক্তির স্বাদ।

The story of thousand grievances floating in happy tears

After completing class VIII, Rikta Das is married to Dipak Das, son of late Tarapada Das in Majidpur village. Rikta is the daughter of Nimai Das and Debola Das. After 1 year of marriage, she gave birth to a son named Rajdip and when the son was 3 years old, she gave birth to a daughter named Kona Das. Rikta is 21 years old now and her husband worked in a Barbershop. However, he cannot maintain all the financial expenditure of family to work there. Often Rikta took 2,000-5,000 taka from her father to fill up her families' daily need. Nevertheless, she cannot overcome her family crisis.

When she went to fetch money from her father's house, she would get into trouble and if she could not bring money, her husband would abuse her. Over time, the financial situation and family ties deteriorate. 'At one point, I kept thinking I might lose both the parental and husband relationship', Rikta said. 'In my mind, I was looking for a way out of this situation', she continued. 'At that time, I heard about the House of Peace from a girl's club member of our village. I made contact and discussed about my family crisis with them. They kept my details and after physically verifying my overall condition, they made me a member of Self Help Group', Rikta, said. Her Choice project provided her 5,000 (Five Thousand taka) as a support money. Then Rikta bought a goat from that money. After 8 months, the goat has a baby goat. Quite quickly, her condition began to change. Benefiting from goat rearing, she is currently rearing cows. She no longer has to take help from her father. 'For the first time in my life, I bought a Punjabi for my father and a Saree for my mother from my own income', Rikta cried happily. 'Now when I go to my father's house, I go there with my head held high, not to ask for money'. Her tears mixed with the taste of liberation from thousands of filth.

স্বনির্ভর লিপিকা

রণজিৎ দাস ও মাধবী দাসের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় কন্যা লিপিকা দাস। তার বাবা ১০ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে অনাথ লিপিকা যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল তখন ২৫ বছর বয়সী সুজন দাসের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। যিনি কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর ঋষিপাড়ায় বাস করেন। ভ্যান চালক সুজন দাস, দুলাল দাস ও শেফালি দাসের ছেলে। লিপিকার শ্বশুর দুলাল দাস গত দশ বছর ধরে নিখোঁজ। তার শাশুড়ি অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। অর্থ উপার্জন না করায় পরিবারে লিপিকার কোন অবস্থান ছিল না। তার শাশুড়ি প্রায়ই তাকে নির্যাতন করত। কিন্তু তার স্বামী কোনও প্রতিবাদ করত না। সে খুব অসহায় বোধ করত, কারণ একে তার বাবা নেই এবং তার আর্থিক সক্ষমতাও ছিল না। স্থানীয় গ্রামের নেতার পরামর্শে তিনি হার চয়েস প্রকল্পের হাউস অব পিস কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য হন। ২০১৮ সালে লিপিকা দাস সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য হিসেবে ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) অর্থ সহায়তা পেয়েছিলেন। সে এই টাকা দিয়ে একটি ছাগল কিনেছিল। কিছু দিন পরে তার ছাগলের দুইটি বাচ্চা হয় এবং ইতোমধ্যে তিনি ২,৫০০/= (দুই হাজার পাঁচশত) টাকায় একটি ছাগল বিক্রি করেছেন। উপার্জন শুরু করার পরে পরিবারে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শাশুড়ি এখন তার সাথে ভাল ব্যবহার করে।

এখন লিপিকা এবং তার শাশুড়ি শেফালি দাস মিলে ছাগল লালন-পালন করেন। 'আমাকে এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য আমি দলিতের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আমি আমার মতো অসহায় মেয়েদের সহযোগিতা করতে চাই', বলছিলেন লিপিকা।

Self-reliant Lipika

Lipika Das is the 2nd daughter among the 3 children of Ranjit Das and Madhobi Das. Her father Ranjit das was died 10 years ago. In 2015 when fatherless lipika was a student of class VI got married to 25 years old Sujon Das, who lives in Majidpur Rishipara in Keshabpur upazila. Rickshaw-van puller Sujon Das is the son of Dulal Das and Shefali Das. Lipika's father-in law Dulal Das was traceless from last 10 years. Her mother-in law works in agricultural field as a day laborer. She had no status in the family as she did not earn any money. Her mother-in-law often tortured her. But her husband did not protest. She felt very helpless because she did not have a father and had no financial ability. On the advice of the local village leader, she contacted with the House of Peace program staff and became a Self Help Group member. In 2018 Lipika Das got 5,000.00 tk. as support money from House of Peace of Her Choice project. She bought a goat from that money. After some days her goat gave two babies and she already sold a baby goat in 2,500.00 tk. After started earning, her acceptance in the family has increased. The mother-in-law now gets along well with her.

Now Lipika Das and her mother-in law Shefaly Das together take care of the goat. 'I am grateful to Dalit for rescuing me from such a complicated situation. In the future I want to cooperate with helpless girls like me', said Lipika.

একজন সাধারণ নারী থেকে বিউটিশিয়ান হয়ে ওঠার গল্প

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ২২ বছর বয়সী রিক্তা যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে তার স্বামী মধুসূদন দাসের সাথে বসবাস করেন। ৩৫ বছর বয়সী মধুসূদন দাস পেশায় কাঠমিস্ত্রী। দারিদ্রতার কারণে রিক্তার বাবা-মা তাকে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয় এবং তার স্বামী ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। শ্বশুর শ্বাশুড়িসহ যৌথ পরিবারে তার স্বামীই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৬,০০০/= (ছয় হাজার টাকা) উপার্জন করেন। বিয়ের পর থেকেই আর্থিক সঙ্কট চলে আসছিল তার পরিবারে। একসময় তিনি পরিবারের কাছ থেকে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করেছিলেন পরিবারের আয়ে অবদান রাখার জন্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনও সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

এই পরিস্থিতিতে তিনি প্রকল্পের কাশিমপুর গার্লস ক্লাবের সভাপতি বাসন্তী দাসের কাছ থেকে বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণের কথা শুনেছিলেন। তিনি তিন মাসের বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণে অংশ নিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটরের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি ২০১৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ৩ মাস ব্যাপী একজন দক্ষ বিউটিশিয়ানের কাছ থেকে দলিত এর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ভ্রু-প্লাক, চুল কাটা, পেডিকিউর, ম্যানিকিউর, রিবন্ডিং, চুল সোজা করা, চুল পার্ম করা, চুল অপসারণ, ফেসিয়াল ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি তার পরিবারের কাছে একটি বিউটি পার্লার খোলার প্রস্তাব করেন। তার পরিবার তাকে সমর্থন করেছিল এবং সে বাড়ি থেকে তার বিউটি পার্লারের কার্যক্রম শুরু করেন। গ্রামে পার্লারের চাহিদা ছিলো কিন্তু একটিও পার্লার না থাকায় রিক্তার পরিকল্পনা কাজ করেছিলো। এখন তিনি পরিকল্পনা করছেন নিকটবর্তী ভরত ভায়না বাজারে তিনি বিউটি পার্লার চালু করবেন এবং তার মতো অন্যান্য দরিদ্র যুবতী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান। হার চয়েস প্রকল্প থেকে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির এই প্রয়াসকে তিনি স্বাগত জানান। পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পেরে সে বর্তমানে খুব খুশি।

Journey to becoming a beautician from an ordinary woman

Rikta, aged 22, belongs to a hardcore poor family lives in Kashimpur village under Keshabpur upazila of Jashore district along with her husband Modhusudan Das. 35 years old Modhusudan Das is a carpenter. Due to poverty, Rikta's parents married her off at an early age and her husband studied up to class V. Including father and mother-in law, her husband is the only earner in the joint family. He earns average 6,000.00 (Six Thousand taka) per month. The financial crisis had been going on since the marriage. At a time Rikta felt immense pressure to make monetary to her family. She wanted to be self-sufficient to increase the financial well-being of the family. But despite her desire, she was not getting any chance.

In this situation she heard about the beautician training of Her Choice project by the girl's club president Basonti Das of Kashimpur girl's club. She become interested and communicated with the project union facilitator to participate in the three months beautification training. She received the training from July to September, 2017 at Dalit Technical training center facilitated by a skilled beautician. She learned Eyebrow plucking, hair cutting, pedicure, manicure, hair re-bonding, hair straightening, hair purm, hair removal, facial etc. from the training. After completing her training, she proposed to her family to start a beauty parlor. Her family supported her and she started her beauty parlor service from her house. There was a demand for parlors in the village but there was no parlor in the village so Rikta's plan worked. Now she plans to have a beauty parlor in the nearby Varat Vaina bazaar and want to create employment opportunities for the other poor youth women like her. Rikta is grateful to the project for its initiative of entrepreneur development. She is currently very happy to be able to contribute to the growth of the family's financial capacity.

সীতা রানী, একজন তলোয়ার বিহীন যোদ্ধার যুদ্ধ জয়ের কাহিনী

প্রয়াত বৈদ্যনাথ পাল এবং প্রয়াত সুরভী পালের কন্যা সীতা রানী যশোরের মণিরামপুর উপজেলার দুর্বাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পরিবারে ৩ ভাই এবং ৫ বোন সহ ৯ জন সদস্য ছিল। সীতা রানী সব ভাইবোনের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠ। ১৯৯৩ সালে সীতা রানী ৪২২ নম্বর পেয়ে এস. এস. সি এবং ১৯৯৫ সালে ৫৯১ নম্বর নিয়ে এইচ. এস. সি পাস করেন। তাঁর বাবা বেঁচে ছিলেন না এবং তার মা ও খুব বৃদ্ধ ছিলেন বলে তার ভাইয়েরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো। তবে সীতা নিঃশব্দে তা সহ্য করতেন। তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আকাঙ্খা ছিলো। যেহেতু তিনি এইচ.এস.সি পরীক্ষায় পাস করেছিলেন, তিনি নিজে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ভাইয়েরা গ্রামীণ প্রথা ভেঙে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়া মেনে নিতে পারেনি। নারীদের কাজ করাকে তারা পরিবারের জন্য অসম্মানজনক মনে করতেন। ধীরে ধীরে তার উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। তার নিজের পরিবার মানসিকভাবে তাকে অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে।

নির্যাতন সহ্য করতে না পারে সীতা ১৯৯৬ সালে মণিরামপুর থেকে কেশবপুরে চলে আসেন চাকরির সন্ধানে। প্রথমদিকে, তিনি ভেবেছিলেন যে অল্প মূলধন দিয়ে তিনি একটি ছোট ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু তার কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে। এরপর তিনি স্বল্প পুঁজিতে মাত্র ৩০০০/= (তিন হাজার) টাকা দিয়ে ছোট পরিসরে হস্তশিল্পের ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমে তিনি শাড়ি, নকশী কাঁথা, বিছানার চাদর, হাত পাখা ইত্যাদি তৈরি করতেন। এরপর তিনি হার চয়েস প্রকল্প থেকে তিন দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি কিভাবে অর্থ সাশ্রয় করবেন, গ্রাহকের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন, আমদানি ও রফতানি এবং কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে তা প্রশিক্ষণ থেকে শিখতে পেরেছিলেন। তিনি হার চয়েস প্রকল্পের অনেক প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি গত দেড় বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় তার পণ্য রপ্তানি করছেন। তিনি যশোর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হার চয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে তার জীবন কাহিনী উপস্থিত সকলের সাথে শেয়ার করেছিলেন। তার লড়াই এর গল্প শুনে, যশোরের এডিসি (জেনারেল) নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তার পণ্য বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করে দিবেন। বর্তমানে প্রায় ৩৫০-৪০০ জন মহিলা সীতা রানীর অধীনে কাজ করছেন। এখন তিনি মাসে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা আয় করেন। ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য তার এখন আরো বেশি মূলধন প্রয়োজন। আমার শিক্ষা আছে, আগ্রহ আছে, আমার পণ্যের চাহিদাও আছে, এখন আরো বেশি মূলধন পেলে আমি আমার ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারব। এখন আমি আমার নিজের হস্তশিল্পের দোকান "সীতা হস্তশিল্প" করার স্বপ্ন দেখী। আমার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য হার চয়েস প্রকল্পকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বলছিলেন সীতা।

Sita Rani, the story of a Swordless warrior winning a battle

Sita Rani was the daughter of late Baidyanath Paul and late Surovi Paul born in Durbadanga village of Manirampur upazila, Jashore. There were 9 members in their family including 3 brothers and 5 sisters. Sita Rani is the youngest of all siblings. In 1993 Sita Rani passed S.S.C exam with 422 marks and H.S.C in 1995 with 512 marks. As her father was not alive and then her mother was very old, her brothers misbehaved with her. But Sita tolerated it silently. She had a desire to be self-reliant. As she had passed H.S.C exam, she wanted to earn her own living but her brothers could not accept her as a woman becoming self-reliant by breaking the rural tradition. They considered it disrespectful for their family. Gradually the level of torture on her, increased. As she could not tolerates their torture. She came from Manirampur to Keshabpur upazila in 1996, searching for a job. At first, she thought she could start a small business due to lack of capital. But her career began through the teaching profession.

Then she started a small handicraft business. She started her business with 3,000 taka only. Firstly she made Saree, Nakshi Kantha, Bed sheet, Hand fan etc. Then she had been trained Entrepreneur training from the Her Choice project for three days. She had come to know from the training, how to save money, linkage building with customer, export & import and how to continue a business properly. She participated in many programs of the Her Choice project. Now she exports her products to Australia since last 1.5 years. She also improved her business by participating in the program arranged by the Her Choice project in Jashore Press Club, where she had shared her life story and story of her business. By listening her struggle, Assistant Deputy Commissioner (General) of Jashore confirmed that he would communicate with the foreign shop, where she could export her Nakshi Kantha, Saree, Bed cover, Sofa cover etc. Presently 350-400 women work under Sita Rani. Now she earns 25,000 to 30,000 taka in a month. She now needs more capital to expand her business. I have education, interest, business experience and I also have demand for my products. Now if I get more capital, I will be able to expand my business. Now I dreamed of having my own handicraft shop "Sita Handicrafts". Thanks to the project for coming and standing by my side, said Sita.

মিষ্টি মেয়ে বৃষ্টি বন্ধ করল নিজের বাল্যবিবাহ

মনা দাস ও তুলশী দাসের কন্যা বৃষ্টি দাসের জন্ম ৩রা মার্চ ২০০৪ সালে। বর্তমানে সাতবাড়িয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। সে ২০১৬ সালে জাহানপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সে খুবই সক্রিয় এবং অত্যন্ত মনোযোগী একজন ক্লাব সদস্য, যে ক্লাবের প্রতিটি গ্রুপের সভায় উপস্থিত থাকে এবং সভায় যে কোনও আলোচনাই হোক না কেন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শিখে। ক্লাব কার্যক্রম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল যে, সে স্বাবলম্বী হবে এবং বাল্য বিয়ের শিকার হবে না। জুলাই, ২০১৯ সালে সে হার চয়েস প্রকল্পের ইউনিয়ন ফ্যাসিলেটেটর মিসেস সঞ্চিতা গাইনকে জানায় যে তার পরিবার তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে। তবে সে বিয়ের সঠিক তারিখ জানে না। তারপর থেকে সঞ্চিতা সবসময় মেয়েটির সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখছিল। মেয়েটিও নতুন কিছু জানার সাথে সাথে সে তা সঞ্চিতাকে জানাচ্ছিল। ১৫ই জুলাই ২০১৯-এ সে সঞ্চিতাকে জানায় যে, পরের দিনই তার বিয়ে, যে কোনও মূল্যে এই বিবাহ বন্ধ করতে হবে, না হলে সে আত্মহত্যা করবে বলে জানায়। সে আরও বলে 'দয়া করে আমাকে মোবাইলে কল করবেন না কেবল মোবাইলে ম্যাসেজ প্রেরণের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। কারণ বেশিরভাগ সময়ই আমার বাবা-মা আমার সামনে থাকেন। তারা আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারে'। ১৬ই জুলাই ২০১৯ রাত সাড়ে ৮ টায় সে সঞ্চিতা গাইনকে জানায় যে, রাত ১২টার পর তার বিয়ে। এরপর সঞ্চিতা বিষয়টিকে প্রকল্প ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স এন্ড এডমিন ম্যানেজারকে জানান। প্রকল্প ম্যানেজার প্রথমে কেশবপুর বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের হট লাইন নম্বরে যোগাযোগ করেন। রাত সাড়ে এগারোটা অবধি বৃষ্টি দাস মোবাইলে ম্যাসেজ প্রেরণের মাধ্যমে সঞ্চিতা গাইনের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। এরপর প্রকল্প ম্যানেজার কেশবপুর থানার অফিস ইনচার্জ (ওসি) এর সাথে যোগাযোগ করেন। তারা বিবাহ বন্ধের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করেন। হার চয়েস প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ ও কেশবপুর থানার ওসি যৌথভাবে বিয়ের স্থানে পৌঁছে বিবাহ বন্ধ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। বৃষ্টি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে জানান যে তাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং যারা তাকে এই বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা করলো তাদের সবার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। এখন বৃষ্টি দশম শ্রেণিতে পড়ে এবং বর্তমানে সে হার চয়েস প্রকল্পের কারাতে টিমেরও সদস্য। সে এখন একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, তার নাচ দেখেও সবাই মুগ্ধ হয় এবং সে একজন সফল অভিনেত্রী হতে চান।

Beautiful Bristy stopped her early marriage

Brishty Das daughter of Mona Das and Tulshi Das was born in 3rd March 2004. Now she reads in class X in Satbaria Girls High School. She included herself as a member of Jahanpur adolescent club in 2016. She is a super active and very attentive member who attends every group meeting in the club and be aware all of the issue whatever discussed in the meeting. Inspired by the club, she was determined that she would be self-reliant and would not be a child bride.

In 7th July 2019 she informed Mrs. Sanchita Gayen, (union facilitator, Her Choice project) that she is going to be married forcefully within 1 week by her family members. But she doesn't know the accurate date of wedding. After then Sanchita maintained the secret contact with the girl. As soon as the girl known the update, she shared it with Sanchita. In 15th July 2019 she informed Sanchita Gayen that she will be married the next day. This marriage must be stopped at any cost, otherwise she will commit suicide, Bristy said. Please don't call me by phone only text me because most of the time my parents stay in front of me. They are trying to get married to take me out side of my residence, she continued. In 16th July 2019 at 8:30 pm she sent text to Sanchita Gayen that, she will get married after 12:00 am. After that Sanchita shared the news to the Project Manager and Finance and Admin Manager. At first PM made contact with Keshabpur child marriage prevention hot line number through sms. Till 11:30 pm Brishty Das continued communicate with Sanchita Gayen by sending text. Sanchita Gayen also shared it with the PM. Then the PM tried to contact with Office Incharge (OC) of Keshabpur Police Station. They communicated again with Upazila Executive Office, Upazila Women Affairs Officer and Upazila Woman Vice Chairman for stopping the marriage. Her Choice project staff and Police Officer of Keshabpur reached at the wedding place jointly and stopped the early marriage and rescued the girl. Bristy shared to all that she was being forced into marriage and grateful to all who helped her to stop the marriage. Now Brishty reads in class X and also a Karate team member of Her Choice project. She now dreams of a new life, everyone is fascinated by her dancing and she wants to be a successful actress.

শত বাঁধা সত্ত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে সহযোগি শিক্ষাকর্মী সাগর দাস

হার চয়েস প্রকল্পের কোমরপোল যুব গোষ্ঠীর সভাপতি সাগর দাস। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে ২০ বছর বয়সী সাগর অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তার বাবা ৪৫ বছর বয়সী সাধন দাস একজন দিনমজুর এবং মা অঞ্জনা দাস একজন গৃহিনী। সাগর দাস তার পিতা-মাতার বড় ছেলে। আকাশ দাস নামে তাঁর ছোট ভাই রয়েছে। ১৭ বছর বয়সী আকাশ কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং হার চয়েস প্রকল্পের কোমরপোল কিশোর ক্লাবের সভাপতি। তাদের পিতা'ই ছিলো পরিবারের একমাত্র উপার্জনের উৎস। স্বল্প আয়ে সংসার খরচ চালিয়ে দুই ছেলের লেখাপড়া চালানো তার পিতার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

দারিদ্রতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তার বাবা সাগরের পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। সাগরের সমস্ত স্বপ্ন ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছিল। এদিকে ২০১৭ সালে কোমরপোল কিশোর ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় কোমরপোল দাস পাড়াতে। অতঃপর সাগর দাস হার চয়েস প্রকল্পের কোমোরপোল কিশোর ক্লাবে যোগদান করেন। সাগর দাস নিয়মিত ক্লাবের সভায় উপস্থিত হতেন এবং মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনতেন। একদিন সাগর দাস হার চয়েস প্রকল্পের অত্র এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটরের সাথে তার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তখন ফ্যাসিলিটেটর তাকে বিভিন্ন বিষয়ে (শিক্ষার গুরুত্ব, বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব, লিঙ্গ বৈষম্য, ইভটিজিং ইত্যাদি) পরামর্শ দেন এবং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তার বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করেন। এতে তার বাবা-মা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও ছেলেদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সম্মত হন। এখন সাগর দাস খুলনা সরকারি বিএল কলেজে অনার্স (এ্যাকাউন্টিং) ১ম বর্ষে অধ্যয়ণ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস (সিএ) ডিগ্রি সম্পন্ন করতে চান। সম্প্রতি তিনি হার চয়েস প্রকল্পের সহায়তায় ৩ মাসের স্পোকেন ইংরেজী কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি এই কোর্সে শীর্ষ স্থান অর্জন করেন। হার চয়েস প্রকল্পের তিনি একজন শিক্ষা কর্মী এবং শিক্ষার গুরুত্ব, বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব, লিঙ্গ বৈষম্য, ইভটিজিং, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর সমবয়সী দলের সাথে আলোচনা করেন। তিনি তার জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য হার চয়েস প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তার এলাকার অনেক দরিদ্র শিশুকে বিনাবেতনে টিউশনি পড়ান এবং তার মতো দরিদ্র ছেলেদের তিনি আরও সাহায্য করতে চান। ভবিষ্যতে তিনি একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে চান।

Peer Educator Sagor Das continues his study despite of all hardships

Sagor Das is a president of Komorpol youth group. 20 years old Sagor is a student of Honors (higher graduation) 1st year and belongs to very hardcore poor family. There are 4 members in their family. His father 45 years old Sadhon Das is a day laborer and mother Anjona Das is a homemaker. Sagor das is the elder son of his parents. He has a younger brother named Akash Das. 17 years old Akash is a student of class XII at Keshabpur Degree College and also the president of Komorpol boys club under Her Choice project. The two siblings are continuing their study where their father is the only earning source of their family. It was very difficult for their father to educate and support his two sons on a low-income family. Despite his reluctance due to poverty, his father is stopping Sagor's education. All his dreams are slowly breaking down. Meanwhile in 2017 Komorpol adolescent boys club established at Komorpol Das para (locality). Then Sagor das joined Komorpol adolescent boys club under Her Choice project. Sagor das attended the club meeting regularly and listened the discussion topics attentively. One day Sagor Das discussed about his family problem with the union facilitator. Then the facilitator advised him on various issues (The importance of education, bad effects of early marriage, gender discrimination, eve teasing etc) & discusses all these issues with his parents. Then his parents understood the importance of education and agree to continue his study despite of their all hardships. Now Sagor Das continuing his study in Honor's (Accounting) 1st year in Govt. BL College, Khulna and wants to complete Chartered Accountants (CA) degree. Recently he completed 3 months spoken English course with the support of Her Choice project and he was the top scorer in the course. He is also a peer educator and discusses about importance of education, the bad effects of early marriage, gender discrimination, eve teasing, SRHR and other issues with his peer group. He thanked the Her Choice project for helping him move forward in life. He teaches many poor children in his area for free and wants to help poor boys like him more. He wants to become an administrative officer.

জীবন যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য সৈনিক "মুক্তা খাতুন"

১৮ বছর বয়সী শ্রাবনী ইয়াছমিন মুক্তার জন্ম যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামে। ৫৬ বছর বয়সী তার পিতা কোবেদ আলী একটি ছোট ব্যবসা করেন এবং ৪৫ বছর বয়সী মা খালেদা বেগম একজন গৃহিণী। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে মুক্তা সবার ছোট। তার বড় ভাই রিপন হোসেন সৌদি আরব গেছেন তবে তিনি কোন চাকরি পান নি। ছোট ভাই, মাসুদ রানা একটি ইটের ভাটায় কাজ করেন। মুক্তা ২০১৬ সালে যখন নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল তখন সে সুজাপুর হার চয়েস কিশোরী ক্লাবের সদস্য হয়। তার ভাইয়েরা তাকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবা তাকে সমর্থন করেছিলেন। কন্যাকে সহযোগিতা করার জন্য ছেলেরা কঠিনভাবে পিতার বিরোধিতা শুরু করে। মুক্তা যখন দশম শ্রেণিতে ওঠে, তখন প্রতিবেশীরা তার বাবাকে বলে আপনার মেয়েকে আপনার দ্রুত বিয়ে দেয়া উচিত, দেরি হলে মেয়ের চেহারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। মুক্তা এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.১৮ পেয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা তখনও তাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে মুক্তা রাজি হয়নি। যেহেতু সে বিয়ে করতে চায়নি তাই তার ভাইয়েরা তাকে শারীরিক ও মৌখিকভাবে নির্যাতন করতো। তাকে বার বার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে তাকে প্রকল্প থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। মুক্তা হার চয়েস প্রকল্প থেকে বিগত ৩ বছর ধরে উচ্চশিক্ষা সহায়তা পাচ্ছে। প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা এবং অনুপ্রেরণা পাওয়ায় কোনওভাবেই সে বাল্য বিয়ে করতে রাজি ছিল না। এরপর মুক্তা এইচএসসি পরীক্ষায় ৩.৩৮ পান। বর্তমানে সে কারাতে দলের সদস্য এবং হার চয়েস প্রকল্পের একজন পেয়ার এডুকেটর। এখন মুক্তা অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সে করোনা মহামারীতেও একজন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে এবং তার এলাকায় করোনার প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখনও সে লড়াই করছে এবং হার চয়েস প্রকল্পের সহায়তায় লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। বারবার তার বাল্য বিয়ে বন্ধ করা এবং পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পাশে থাকার জন্য সে হার চয়েস প্রকল্পের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

"Mukta Khatun" irresistible soldier in the battle of life

18 years old Shraboni Yeasmin Mukta was born in Sujapur village under Kashabpur upazila of Jashore district. Her 56 years old father Kobed Ali runs a small business and 45 years old mother Khaleda Begum is a housewife. She has three brothers and one sister and she is the youngest one. Her elder brother Ripon Hossain has gone to Saudi Arabia but he did not get any job. Younger brother, Masud Rana works in a brick field. Mukta became a member of Sujapur Her Choice girl's club in 2016, when she was a student of class IX. Her brothers forced her to get married but her father supported her. Mukta' brothers began to oppose her father in a difficult way for cooperating with her. When she had got promoted in class X, neighbors of her father said, "You should arrange your daughter's marriage quickly because if it is late her appearance would not be glamorous. So you would face problem in near future". Mukta had got GPA- 4.18 in SSC exam. The family members tried to gave married of her, but she did not agree. As she did not want to marry she was tortured physically and verbally by her brothers. She was financially supported by the project as she was being repeatedly tried for marriage. Mukta got higher education support from Her Choice project from last 3 years. As she is very much motivated from the project and also get financial support from the project, so she could not be married in any way. Then Mukta got 3.83 in HSC exam. She is now a Karate team member and peer educator of Her Choice project. Now Mukta is a student of Honor's 1st year in Govt. Degree College. She works as a community volunteer in corona pandemic and plays a vital role to raise awareness on corona prevention in her community. Still now she is struggling and continues her study with the help of Her Choice project. She is very thankful to the staff of Her Choice project to stand beside her to stop her early marriage repeatedly and continuing her study.

মেনে চললে স্বাস্থ্য বিধি, কম হবে রোগ ব্যাধি

১৬ বছর বয়সী লাজুক ও ভদ্র রিক্তা দাস কোমরপোল গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য। তার পিতা ৪৬ বছর বয়সী ভুট্টো দাস পেশায় ভ্যানচালক এবং মাতা ৩৮ বছর বয়সী মুক্তি দাস একজন গৃহিনী। দশম শ্রেণীর ছাত্রী রিক্তা পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে মেজো। মাত্র ১ বছর আগেও রিক্তার অনিয়মিত ঋতুস্রাব হত সাথে তীব্র পেটে ব্যথা। এই সময়ে সে না যেতে পারত স্কুলে, না পারত স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে। ফলে প্রতি মাসে রিক্তাকে তীব্র ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে কষ্ট পেতে হত। কিন্তু পরিবারে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পিতামাতা তাকে ডাক্তার দেখাচ্ছিলো না। অবশেষে রিক্তা হার চয়েস প্রকল্পের কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে সবকিছু খুলে বলে। এরপর হাউস অব পিসের ডাক্তার রিক্তাকে দেখে এবং চিকিৎসা দেয়। এরপর থেকে রিক্তা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলে এবং সুস্থ হয়ে যায়। রিক্তার পিতা বলেন আর্থিক অনটনের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারছিলাম না। আপনারা ব্যবস্থা না করলে জানি না আরও কতদিন আমার মেয়েকে তীব্র ব্যথা যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হতো। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার মেয়েকে সুস্থ করার জন্য, বলেন রিক্তার বাবা।

Adhere to hygiene rules, disease will be less

16 years old a shy and polite Rikta Das is Komorpol girls club member. Her father 46 years old Bhutto Das is a rickshaw-van puller and her mother 36 years old Mukti Das is a housewife. 10th class student Rikta is the middle one among her siblings. Even just 1 year ago, Rikta had irregular menstruation and severe abdominal pain. Even at this time she could not go to school, nor could she do normal activities. As a result, Rikta had to suffer from acute abdominal pain every month. But due to financial difficulties in the family, her parents did not able to see a doctor. Eventually Rikta contacts with the staff of Her Choice project and discuss everything with them. Then the doctor of the House of Peace saw Rikta and gave her treatment. Rikta then followed the doctor's advice and recovered. Rikta's father said that despite his desire, he could not able to see his daughter a doctor because of financial difficulties. I don't know how much longer my daughter would have to suffer from severe acute pain if you didn't take action. "Thanks to all Her Choice project staff for healing my daughter," said Rikta's father.

সফল দোকানী পলি দাসের জীবনগাঁথা

২০ বছর বয়সী পলি দাসের নিবাস কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নে। পিতা অজিত দাস ও মাতা সরমা দাসের ৪ ছেলেমেয়ের মধ্যে পলি সবার ছোট। তিনি বালিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পিতা মাতা অশিক্ষিত এবং অসচেতন হওয়ায় ২০১৪ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সী পলিকে তার পিতামাতা বিয়ে দেয় ২৬ বছর বয়সী বাপ্পি দাসের সাথে। বাপ্পি দাস যশোর পলিটেকনিক কলেজ থেকে ডিপ্লোমা পাস করে। যশোর বিমান বন্দরে কাস্টমস চেকিং সেন্টারে তার চাকরী হয়েছিল। কিন্তু পিতামাতার একমাত্র ছেলে হওয়ায় তারা তাকে চাকুরী করতে দেয়নি। বিয়ের ৪ বছর পর পলির শাশুড়ি মারা যায়। তার শ্বশুর দিনমজুরের কাজ করতো কিন্তু পরবর্তীতে আঘাতজনিত কারণে সে অন্ধ হয়ে যায়। বিগত ২০-২২ বছর ধরে সে অন্ধ হয়ে জীবন যাপন করছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবারে আর্থিক অনটন বাড়তেই থাকে। বিয়ের কিছুদিন পর পলি ২টি জমজ সন্তানের জন্ম দেন।

কিন্তু শিশুদেরকে চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করতে না পারায় অপুষ্টিজনিত কারণে তার একটি কন্যা সন্তান মারা যায়। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে পরিস্থিতি দিন দিন আরো জটিল আকার ধারণ করে। তারা দিশেহারা হয়ে যায় কিভাবে তারা দিনযাপন করবে, সংসার খরচ চালাবে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন এর কাছ থেকে ধার দেনা করে পলি একটি মুদি দোকান দেয়। কিন্তু দোকানে মালামাল ওঠানোর মত কোন টাকা তাদের কাছে আর অবশিষ্ট ছিলো না। এমন সময় সে মজিদপুর ইয়ুথ গ্রুপের সহায়তায় সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য হয় এবং হাউস অফ পিস থেকে ৫০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) টাকা অর্থ সহায়তা পায়। সে এই টাকা দিয়ে দোকানে প্রয়োজনীয় মালপত্র তোলে এবং কিস্তিতে দোকানের জন্য একটি ফ্রিজও ক্রয় করে। ফ্রিজের কিস্তির ডাউন পেমেন্টের টাকাও সে এখান থেকে দেয়। দোকান থেকে সে বর্তমানে এখন ভালোই লাভবান হচ্ছে। তার সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও। বর্তমানে স্বামী, সংসার, সন্তান নিয়ে সে সুখী জীবনযাপন করছে।

Story of a successful shopkeeper Poly Das

20 years old Poly Das lives in Majidpur union of Keshabpur upazila. Poly is the youngest among the 4 children of father Ajit Das and mother Sarma Das. She studied up to class V in Baliadanga Primary School. As her parents were uneducated and unaware, her parents married 14-year-old Poly to 26-year-old Bappi Das in 2014. Bappi Das passed his diploma from Jashore Polytechnic College. He got job at the Customs Checking Center in Jashore Airport. But as the only son of the parents, they did not allow him to work there. Poly's mother-in-law died after 4 years of her marriage. Her father-in-law worked as a day laborer but later became blind due to injuries. He has been living blindly for 20-22 years. Over time the financial shortage in the family continues to increase. Shortly after the marriage, Poly gave birth to twins. But one of her daughters died due to malnutrition as she could not provide the required food to the child. The situation is getting more complex day by day due to rising commodity prices. They get lost in how they will live, run the household expenses. Poly began a grocery store by borrowing money from neighbor and relatives. But they had no money left to carry the goods to the store. At that time she became a member of the Self Help Group with the help of Majidpur Youth Group and received financial assistance of Tk. 5,000 (Five Thousand Taka) from the House of Peace (a program of Her Choice). With this money she purchased the necessary accessories and also bought a fridge for the shop in installments. She also pays the down payment of the fridge installment from here. She is currently making profit from the store. Financial prosperity has returned to her family, happiness and comfort has also returned. At present she is living a happy life with her husband, family and children.

দুঃখের স্মৃতি মুছে ফেলে স্মৃতি দাস পেল সুখের খোঁজ

গৌর দাস এবং প্রভাতি দাসের মেয়ে স্মৃতি দাস, বয়স ২২ বছর, বাস করতেন মনিরামপুর উপজেলার খানপুর ঋষিপাড়ায়। ৩ ভাই এবং ২ বোনের মধ্যে সে তৃতীয়। ২০১৩ সালে কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের ৩৬ বছর বয়সী উজ্জ্বল দাসের সাথে তার বিয়ে হয়। উজ্জ্বল দাস পেশায় ক্ষৌরকার। এই দম্পতির ২ ছেলেমেয়ে, ৪ বছর বয়সী অনুরাধা দাস এবং ২ বছর বয়সী দুর্জয় দাস। ৫ সদস্যের পরিবারে তার স্বামী একাই উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি সেলুনে কাজ করে প্রতিদিন গড়ে ২০০-২৫০ টাকা আয় করেন। কিন্তু এই স্বল্প আয়ে তার স্বামীর একার পক্ষে সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ছিলো। বাবার বাড়িতেও অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে দিন কেটেছে স্মৃতির আবার স্বামীর বাড়িতেও একই অবস্থা। সন্তানদের নূন্যতম ছোট ছোট চাহিদাও পূরণ করতে না পারায় নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে যাচ্ছিলো স্মৃতির। স্বামী সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি সবসময় নিজে উপার্জন করতে চাইতেন, কিন্তু গ্রামে কাজ করার তেমন কোন সুযোগ না থাকায় তিনি কোনভাবেই স্বাবলম্বী হতে পারছিলেন না এবং তার পরিবারে দারিদ্রতাও নিরসন হচ্ছিলো না। এমন সময় হাউস অব পিসের কর্মীরা তার সাথে যোগাযোগ করে এবং সে সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য হয়ে ৫০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) আর্থিক সহায়তা পায়। এই টাকা দিয়ে সে গাড়ির টায়ারের টিউব ক্রয় করে। টিউব দিয়ে ওয়াশার তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করে। তার পণ্যের গুনগত মান ভালো হওয়ায় স্থানীয় বাজারে তার পণ্যের চাহিদা রয়েছে। পণ্য বিক্রয় করে বর্তমানে সে একজন সফল উদ্যোক্তা। স্মৃতি তার লাভের টাকা দিয়ে একটি ছাগল কিনেছেন এবং বর্তমানে তা লালন পালন করছেন। স্বামীর পাশাপাশি সংসারে তিনিও হাল ধরেছেন বলে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে স্মৃতি বলেন, আমি গতানুগতিক কাজের বাইরে নতুন কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমার গ্রামে এই কাজ কেউ করে না এবং আমার পণ্যের গুনগত মান ভালো হওয়ায় স্থানীয় বাজারে আমার পণ্যের চাহিদাও বেড়েছে আর আমি দামও বেশ ভালো পাচ্ছি। আমার আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখে গ্রামের অনেক নারীই আমার কাছে কাজ শিখতে চায় এবং আমার সাথে কাজ করতে চায়। আমি আমার বর্তমান আয়ে খুব খুশি। ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট আবদার এখন পূরণ করতে পারি। স্বামীর সেলুনে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু মালামালও আমার উপার্জনের টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছি। অভাবের জন্য কাউকে কোনদিন কিছু কিনে দিতে পারিনি, এখন নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের কিছু কিনে দিতে আমি গর্ববোধ করি। ভবিষ্যতে আমি আমার ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চাই। আমার মত অসহায় দরিদ্র নারীদের আমার কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদেরকেও স্বনির্ভর করতে চাই। বর্তমানে হার চয়েস প্রকল্প বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে সহযোগিতা করছে যাতে আমি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ পেতে পারি। আমার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনে এবং এখনো আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আমি হার চয়েস প্রকল্পকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

Story of Smrity Das "Happiness erased the sad memories of life"

Smrity Das, daughter of Gaur Das and Prabhati Das, 22 years old, lived in Khanpur Rishipara in Manirampur upazila. She is the third one among 3 brothers and 2 sisters. In 2013, she got married to 36-years-old Ujjwal Das of Majidpur village in Keshabpur upazila. Ujjwal Das is a barber by profession. The couple has 2 children, 4-years-old Anuradha Das and 2-years-old Durjoy Das. In a family of 5 members, her husband is the only earner. He earns an average of taka 200-250 per day by working in a male salon. But with this meager income, it was very difficult for her husband to run the family alone. Smirity has been living in extreme poverty in her father's house as well as in her husband's house. Smrity was disgusted with her own life as she could not meet even the smallest needs of her children. She always wanted to earn a living by putting a smile on her husband and children's face, but she could not become self-sufficient as she did not have much opportunity to work in the village and poverty in her family was not alleviated. At that time the staff of the House of Peace contacted her and she became a member of the Self Help Group and received financial assistance of 5,000 (Five thousand taka) with this money she bought some tubes of car tires. Makes washers with tubes and sells in the local market. There is a demand for her product in the local market as the quality of her product is good. She is currently a successful entrepreneur selling products. Smrity also bought a goat with her profit money and is currently raising it. Prosperity has returned to the family as she has taken the helm of the family as well as her husband. Asked about the reason for the rapid change in the financial situation in a short period of time, Smrity said, "I wanted to do something innovative outside of conventional work. No one does this work in my village and the quality of my product is good so the demand for my product in the local market has increased and I am getting better prices. Seeing the rapid change in my financial situation, many women in the village want to learn the work and want to work with me.

I am very happy with my current income. I can now fulfill the small demands of my children. I also bought some necessary products in my husband's salon with the money I earned. I have never been able to buy anything for lack of money, now I am proud to buy something for my family members with my own earnings. I want to expand my business in the future. I want to make helpless poor women like me self-reliant by involving them in my work. Currently the Her Choice project is collaborating with various government and non-government organizations to get me a loan as a small entrepreneur. Many thanks to the Her Choice project for changing my financial situation and still supporting me.

সালমা'র বিপর্যস্ত জীবন এবং অতঃপর.....

৩৪ বছর বয়সী সালমা শারমিন কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় বসবাস করেন। ৭২ বছর বয়সী তার বাবা মোঃ ইয়াকুব আলী সরদার পেশায় একজন কৃষক এবং ৬০ বছর বয়সী মা মাহাফুজা বেগম একজন গৃহিণী। দুই ভাইবোনের মধ্যে শারমিন জ্যেষ্ঠ। ২৯ বছর বয়সী তার ভাই মোঃ হাবিবুর রহমান সদ্য এম.এ পাস করে বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স এর টুকটাক কাজ করেন। সালমা লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল হওয়া সত্ত্বেও রক্ষণশীল পরিবার হওয়ায় ২০০১ সালে ডুমুরিয়া উপজেলার নুরানিয়া গ্রামের অধিবাসী মোঃ মফিজুর শেখের সাথে তার বিয়ে হয়। মফিজুর ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠ এবং তিনি ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। চুকনগর বাজারে তার ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ব্যবসা। বিয়ের ১ বছর পর ২০০২ সালের ১৪ই মে এই দম্পত্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাম মোঃ আব্দুল্লাহ শেখ যার বয়স ১৭ বছর। ৩ ভাসুর ও ২ ননদের যৌথ পরিবারে সালমা ১৩ বছর সংসার করেছেন। তাদের বিবাহিত জীবন ভালোই চলছিলো। মূলত তার শ্বশুর মোঃ মমতাজ শেখ মারা যাওয়ার পর থেকে তার সংসারে অশান্তি শুরু হয়। ২০১৩ সালে সালমার স্বামী ডুমুরিয়ার অধিবাসী এক নারীর সাথে পরকিয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কথিত ঐ নারীর স্বামী বরিশালে চাকরী করায় তিনি অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকেন। এই নিয়ে সংসারে নানা রকম অশান্তির সূত্রপাত। এরপর তার স্বামী একাধিক বিয়ে করেন এবং তার উপর অমানবিক অত্যাচার করতে থাকেন। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাবার বাড়িতে চলে আসেন। বাবার সাথে জমি আবাদের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তার জীবন কাহিনী জেনে তাকে হাউস অব পিসের সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্য করা হয় এবং প্রকল্প থেকে তাকে ৫০০০/=(পাঁচ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সেই অর্থ দিয়ে তিনি তার বাবার পানের বরজে বাঁশের শলা কিনেছিল। তাতে প্রতিদিন ৫০-১০০ টাকা আয় হয়। নিজের আয়ের অর্থ দিয়ে তিনি ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। তার ছেলে এখন মুক্তিযোদ্ধা কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ে। সালমার ২০-এর দশকে, তিনি এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন যা একটি শিশু পুত্রসহ তাকে একাকী করে দেয় অতঃপর তিনি একটি ছোট্ট ব্যবসা গড়ে তোলেন এবং তার শিশু পুত্রকে লালন পালন করতে থাকেন।

এটি এমন একটি গল্প যা সহজেই নির্যাতিতা নারী সম্পর্কিত কোন নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যারা কঠোর পরিশ্রম ও চারিত্রিক জোরে জীবনকে ঘুরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন।

Destroyed life of Salma and then.....

Salma Sharmin aged 34, lives in west area of Majidpur village under Keshabpur upazila. Her father 72 years old Md. Yaqub Ali Sardar is a farmer by profession and 60 years old mother Mahafuza Begum is a housewife. Sharmin is the eldest of two siblings. Her brother Md. Habibur Rahman aged 29 has just passed his M.A and is currently working in electronics. Despite her good education, Salma was married in 2001 to Mohammad Mofizur Sheikh, a resident of Nurania village in Dumuria Upazila, as she was belong from a conservative family. Mofizur is the youngest of 4 brothers and 2 sisters and he has studied till 10th class. He is a businessman by profession. He runs electronic machinery business in Chuknagar market. One year after the marriage, on May 14, 2002, the couple gave birth to a son named Md. Abdullah Sheikh who is now 17 years old. Salma has been married for 13 years in a joint family of 3 brothers- in- laws and 2 sister-in-laws. Originally, after the death of his father-in-law Md. Mumtaz Sheikh, unrest started in his family. In 2013, Salma's husband fell in extra marital affair with a woman from Dumuria. The woman's husband is said to be working in Barishal and she is involved in anti-social activities. This is the beginning of various unrests in Salma's marital life. Then her husband got married more than once and started torturing her inhumanely. Unable to bear the physical and mental torture, she moved to her father's house in December 2013. Then she kept herself busy with her father in cultivating land. Knowing her life history, she was made a member of the Self Help Group of the House of Peace (a program of Her Choice) and was given financial assistance of 5,000/= (Five Thousand taka only) from the project. With that money she invests in Bamboo sticks of her father's betel leaf garden. Now she earns 50-100 taka per day. She is educating her son with her own income. Her son is now in ninth grade at Muktijoddha Technical Secondary School. In Salma's 20s, she went through a disastrous marriage that left her single, broke her with a baby, but she worked her way back, building up a nice little business while raising her son.

It's a story that might easily feature in an article about women who suffered torturing and then, by hard work and force of character, turn her life around.

পেশাদার কারাতে হতে চায় ঋতুপর্না দাস

ঋতুপর্ণা দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের কোমরপোল গ্রামে বসবাস করে। তার বাবার নাম মৃত রঞ্জন দাস এবং মা চিন্তা দাস। চার ভাই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বড় দুই বোন লিপিকা দাস ও শিল্পী দাসের অনেক আগেই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র ভাই সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ায়। ঋতুর মা অন্যের ক্ষেতে কাজ করে যা আয় করে তা দিয়ে মা মেয়ের সংসার খেয়ে না খেয়ে কোন রকমে চলে। বসত ভিটা ছাড়া তাদের চাষের আর কোন জমি নেই। আয় করার কেউ না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করে মা-মেয়ে। শত কষ্টের পরেও মা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে মেয়েকে বাল্য বিয়ে দিবে না। মা চায় লেখাপড়া করিয়ে মেয়েকে সে প্রতিষ্ঠিত করবে। ঋতু কোমরপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে সে। ২০১৬ সাল থেকে হার চয়েস প্রকল্পের নিয়মিত সদস্য সে। প্রথম দিকে ক্লাবের সাধারণ সদস্য ছিল ঋতু। কিন্তু সাংগঠনিক দক্ষতা ও কাজের আগ্রহ দেখে পরবর্তীতে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয় তাকে। বর্তমানে সে কোমরপোল কিশোরী ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। সংসারের আর্থিক অনটন দূর করতে তার ইচ্ছা লেখাপড়ার পাশাপাশি কোন কাজ করে সে তার মাকে সাহায্য করবে। ২০১৮ সাল থেকে ঋতু কারাতে টিমের সদস্য। নিয়মিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন এবং আগ্রহ তাকে দিন দিন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে সে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার জিতেছে। সে ২০১৮ ও ২০২০ সালে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের মাধ্যমে জাতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে সে একজন পেশাদার কারাতে মাস্টার হতে চায় এবং দেশ-বিদেশে কারাতে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে দলিত সম্প্রদায় এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করতে চায়।

Das wants to be a professional Karate practitioner

Rituparna Das lives in Komorpol village of Satbaria union in Keshabpur upazila of Jashore district. Her father's name is late Ranjan Das and her mother is Chinta Das. She is the youngest of four siblings. The marriage of the two elder sisters Lipika Das and Shilpi Das took place long ago. The only brother converted to monasticism and wandered around the ashram. Rituparna's mother works in others field and lives hand to mouth with her daughter. They have no land to cultivate except homestead land. Mother and daughter live inhuman lives as there is no one to earn money. After hundreds of hardships, the mother is committed; she will not give her daughter a child marriage. The mother wants to establish her daughter through education. Ritu is a student of class X of Komorpol Secondary School. Ritu is continuing her studies through various adversities. She has been a regular member of Her Choice project since 2016. At first, Ritu was a general member of the club. But after seeing her organizational skills and interest in her work, she was later elected as the general secretary of the club. She is currently the General Secretary of the Komorpol adolescent club. She wants to help her mother by doing some work besides overcoming her financial difficulties. Ritu has been a member of the Karate team since 2018. Participation and interest in regular training is taking her forward day by day. She participates in various trainings and programs at the district level. She has won prizes by participating in tournaments at the upazila level. She has participated in national tournaments through Bangladesh Karate Federation in 2018 and 2020. In the future, she wants to be a professional karate master and wants to make the dalit community and the country famous by participating in karate tournaments at home and abroad.

করোনাকালে নিজের বাল্য বিবাহ বন্ধ করলো জ্যোতি দাস

চন্দ্র শেখর দাস এবং তাপসী দাসের মেয়ে ১৪ বছর বয়সী জ্যোতি দাস। জ্যোতি কোমরপোল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে। ৪ বোন এবং ১ ভাই সহ তাদের ৮ জনের পরিবার। তার অপর তিন বোন স্থানীয় স্কুলে যথাক্রমে ৮ম শ্রেণী, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১ম শ্রেনীতে পড়ে এবং একমাত্র ভাই শিশু শ্রেণীতে পড়ে। চন্দ্র শেখর একজন দিন মজুর যার বসতভিটা ছাড়া চাষের কোন জমি নেই। অন্যের জমিতে দিনমজুরী দিয়ে যে আয় হয় তা দিয়ে কোন মতে তাদের সংসার চলে। এদিকে জ্যোতি দাস ২০১৬ সাল থেকে হার চয়েস প্রকল্পের কোমরপোল কিশোরী ক্লাবের একজন নিয়মিত সদস্য। সে কিশোরী ক্লাবের সকল ধরনের সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে থাকে ফলে সে বাল্য বিবাহের আইন, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছে। বর্তমানে তারা কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা দল বেঁধে কমিউনিটির বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষদের সচেতন করে থাকে। ২০২০ সালের প্রথম থেকে সারাবিশ্ব করোনা মহামারিতে আক্রান্ত। করোনাকালে দরিদ্র/ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কর্মসংস্থান হারিয়ে আয় রোজগার কমে গিয়ে জ্যোতিদের সংসারেও দেখা দেয় সীমাহীন অভাব। এমনিতেই তারা দিন আনে দিন খায় কিন্তু করোনাকালে সে টুকুও সম্ভব হচ্ছিলো না। ফলে জ্যোতির বাবা-মা চিন্তা করে জ্যোতিকে বিয়ে দিলে তাদের পরিবারের ১জন সদস্য কমে যাবে। যা ভাবা সেই কাজ, তার বাবা-মা তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে থাকে। তখন জ্যোতি তার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ১৮ বছরের আগে সে কোনভাবেই বিয়ে করবে না। কিন্তু বাবা-মা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে তারা জ্যোতিকে বিয়ে দিবেই। পরবর্তীতে সে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ঘটনাটি খুলে বলে এরপর কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা জ্যোতির বাবা-মাকে বোঝায়, তখন তারা বলে ঠিক আছে আমরা জ্যোতিকে বিয়ে দিব না। কিন্তু কিছুদিন পর জ্যোতিকে তারা তার নানা বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়। নানা বাড়িতে গিয়ে জ্যোতি দেখে ছেলের বাড়ির লোকজন সেখানে উপস্থিত এবং তার বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু জ্যোতিও তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং সে তখন হুমকি দেয় এই বিয়ে বন্ধ না হলে সে পুলিশকে খবর দিবে। তখন বাধ্য হয়ে তারা জ্যোতির বিয়ে বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে জ্যোতি বাড়িতেই আছে। জ্যোতি বলে, বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। আমার ক্লাবের মেয়েদের অনুপ্রেরণায় আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পেরেছি এবং করোনাকালেও আমার বিয়ে বন্ধ করতে পেরেছি। কোমরপোল কিশোরী ক্লাবের অপর সদস্য বৃষ্টি দাস বলে, করোনার সময় আমাদের গ্রামের অন্য একটি মেয়েরও বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটি বিয়ে করতে চায় নি। আমরা ক্লাবের মেয়েরা তখন তার বাবা-মা কে বুঝিয়ে ছিলাম। কিন্তু মেয়েটির বাবা-মা কাউকে কিছু না বলে মেয়েটিকে অন্য এলাকায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বর্তমানে তার স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং সে বাড়ীতে ফিরে এসেছে। এখন তার বাবা-মা বুঝতে পারছে যে, তাদের মেয়ের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিলো আর তারা ভুল ছিলো। জ্যোতি বলে, হার চয়েস প্রকল্প আমাদের শক্তি যুগিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমরা সকলে চাই হার চয়েস প্রকল্প দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের মাঝে কাজ করুক। আমার পিতা মাতাও আমাকে মন থেকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলো না, কিন্তু দারিদ্রতার কারণে তারা আমাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলো। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি কোন কাজ করতে চাই, আমার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চাই যাতে অর্থের অভাবে আমার বা আমার বোনদেরকে বাল্য বিয়ের শিকার না হতে হয়।

Jyoti Das stopped her early marriage in Corona pandemic

14 years old Jyoti Das is a daughter of Chandra Shekhar Das and Taposi Das. Jyoti is in class X in Komorpol Secondary Girls School. She has family of 8, including 4 sisters and 1 brother. Her other three sisters are in class VIII, class VI, class I in the local school and their only brother is in nursery class. Chandra Shekhar is a day laborer who has no land to cultivate except his homestead. In any case, their family lives on the income earned from wages on other people's land. Meanwhile, Jyoti Das has been a regular member of the Komorpol Adolescent Club of Her Choice project since 2016. She participates in all kinds of meetings, seminars and trainings of the adolescent club, as a result of which she has acquired knowledge on various topics including child marriage law, the demerits of child marriage, sexual & reproductive health and rights etc. At present, the members of the adolescent club go door to door in the community in groups to make people aware of various issues. From the beginning of 2020, the whole world has been affected by the Corona pandemic. During the Corona period, the poor/day-to-day people are most at risk, the most affected. It was getting harder day by day for them. As a result, Jyoti's parents thought that if they married of Jyoti, 1 member of their family will be reduced. Her parents are looking for a groom for her wedding. Then Jyoti made her decision clear that she would not get married before the age of 18. But the parents are adamant in their decision that they will arrange marriage of Jyoti. Later she shared the story to the girls' club members and then the members of the adolescent club explain to Jyoti's parents, then they said, ok we will not gave marry Jyoti. After some days they took a trip to the grandfather's house. Going to the grandfather's house Jyoti saw the people of the groom's house are present there and her wedding is being arranged. But Jyoti also adamant to her decision and then threatens to inform the police if the marriage does not stop. Then they were forced to stop Jyoti's marriage. At present Jyoti is at home. Jyoti said, "I was aware of the impact of child marriage. Inspired by the girls of my club, I was able to stick to my decision and stop my marriage even in Corona pandemic. Brishti Das, another member of the Komarpol adolescent club said, another girl from our village was also married during the Corona. The girl did not want to get married. We girls at the club were explaining to her parents then. But the girl's parents did not tell anyone and took the girl to her relative's house in another area and gave her in marriage. Now she is divorced from her husband and she has returned home. Now her parents realized that their daughter's decision was right and that they were wrong. Jyoti said that Her Choice project has given us strength, courage and inspiration. We all want Her Choice project to work among us for a long time. My parents didn't want to arrange my marriage out of heart but because of poverty they were forced to marry me. Besides education, I want to do some work, that I can support my family financially so that me or my sisters do not have to suffer child marriage due to lack of money.

একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বৃষ্টি দাসের গল্প

১৯ বছর বয়সী বৃষ্টি দাস দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। সে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার গৌরিঘোনা কাশিমপুর দাস পাড়ায় বসবাস করে। তার পরিবারে ৬ জন সদস্য রয়েছে। ৪৮ বছর বয়সী তার পিতা পরিমল দাস একজন কৃষক এবং প্রতিদিন ২৫০.০০ টাকা উপার্জন করেন। তিনি ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ৩৯ বছর বয়সী বৃষ্টির মা শ্যামলি দাস একজন গৃহিনী। তিনি ১ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। বৃষ্টির দাদা পরিতোষ দাসের বয়স ৭৮ বছর এবং সে শারীরিকভাবে অক্ষম। ৬৭ বছর বয়সী তার দাদী সন্ধ্যা দাস একজন গৃহিনী। তার ছোট বোন নদিয়া দাস (১৫) দশম শ্রেণির ছাত্রী। ২০১৭ সালে বৃষ্টি হার চয়েস প্রকল্পের কাশিমপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্য হন। ২০১৯ সালে তিনি হার চয়েস প্রকল্পের আওতায় কাশিমপুর ইয়ুথ গ্রুপে যোগদান করেন। দাদা-দাদী সহ যৌথ পরিবারে তার পিতাই ছিল একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এই স্বল্প আয়ে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচসহ সংসার চালানো দিন দিন খুব কঠিন হয়ে পড়ছিলো। পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং নিজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে নিতে বৃষ্টি দাস সিদ্ধান্ত নেয় লেখাপড়ার পাশাপাশি সে দর্জির কাজ করবে। তাই সে হার চয়েস প্রকল্পের ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটরের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। তারপর সে দর্জি ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসার ৮ মাস পার হয়ে গেলেও, ব্যবসার কোন উন্নতি হচ্ছিল না।

কাশিমপুর কিশোরী বালিকা ক্লাবের সভাপতি বাসন্তী দাসের কাছ থেকে সে জানতে পারে, হার চয়েস প্রকল্প ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। সে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তাকে হার চয়েস প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ দেয়। নভেম্বর ২০১৮ সালে সে হার চয়েস প্রকল্প থেকে ৫ দিন ব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে, কীভাবে টাকা সঞ্চয় করতে হয়, কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয় এবং কীভাবে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হয় বৃষ্টি দাস তা শিখেছিল। এখন সে প্রতি মাসে ৮০০.০০ (আটশত টাকা) আয় করে। এখন সে নিজের আয় দিয়েই নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়, পরিবারকেও আর্থিকভাবে সহায়তা করে। ভবিষ্যতে, সে তার ব্যবসায়ের উন্নতি করতে চায় এবং একটি ছোট দর্জির দোকান প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

A Story of a Small Entrepreneur Bristy Das

19 years old Bristy Das reads in class XII. She lives in Kashimpur Das para of Gourighona under Keshabpur upazila of Jashore district. There are 6 members in her family. 48 years old her father Porimal Das is a farmer and earns 250.00 per day. He continued his study upto class III. 39 years old her mother Shamoli Das is a housewife. She continued her study upto class I. Her grandfather Poritosh Das is 78 and physically disable. 67 years old her grandmother Sandhya Das is a housewife. Her younger sister Nodia Das (15) is a student of class X. In 2017, Bristy became a member of Kashimpur adolescent girls club under Her Choice project. In 2019, she joined Kashimpur youth group. Bristy's father is the sole breadwinner in a joint family with grandparents. With this low income, it was very difficult to run the family with the cost of her daughter's education. In order to increase the financial capacity of the family and to support her own education, Brishty Das decides to work as a tailor in addition to her studies. So she discussed about this with the Union Facilitator of Her Choice Project. Then she starts tailoring business. After 8 months of business, the business was not improving. Through the President of Kashimpur adolescent girls club (Basonti Das) she knew that, Her Choice project will arrange Entrepreneurship training for small Entrepreneur. She wants to attend the training. And Her Choice project gives her the chance to get the training. In November' 2018 she received 5 days long small entrepreneurship training by the project. After getting the training, Bristy Das learned how to save, how to invest and how to run the business properly. Now she earns 800.00 (Eight hundred taka) per month. Now she uses her own income to pay for her education and to support her family financially. In future, she wants to improve her business through establishing a small tailoring shop.

চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর গল্প

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাড়ী ইউনিয়নের বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে বসবাস করে তমালিকা দাস। তার বাবা মাধব দাস, মা রাধা দাস। তিন ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় তমালিকা বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী। ছোট বোন অনামিকা দাস ৪র্থ শ্রেনীতে ও একমাত্র ভাই বাধন দাস ১ম শ্রেণীতে রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর, যার নিজের কোন জমিজমা নেই। অন্যের ক্ষেতে যখন যা কাজ পায় তখন তাই করে। সংসারের খরচ সামলাতে না পেরে তমালিকার মা'ও দিনমজুরের কাজ করে। এদিকে তমালিকা যখন তার বাবা-মার ঘর আলো করে পৃথিবীতে আসে তখন তারা খুশি হলেও চিন্তায় পড়ে যান কারণ তমালিকা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম থেকে তার বাম হাতের একটি অংশ নেই। তার পরিবার দরিদ্র হওয়ার কারণে তাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। একে তো সে মেয়ে তারপর আবার প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার সমবয়সী মেয়েরা তাকে খেলতে পর্যন্ত নিত না। অন্যদিকে ২০১৮ সালে হার চয়েস প্রকল্পের ক্লাব গুলোতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোর কিশোরীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্লাবের সদস্যপদ দেওয়া হয়। তখন থেকে সে বাঁশবাড়ীয়া কিশোরী ক্লাবের সদস্য হয়। সে একজন ভালো চিত্রাংকণ শিল্পী এবং ২০২০ সালে জাতীয় শিশু সপ্তাহ উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে মূলধারার শিশুদের সাথে সমকাতারে প্রতিযোগিতা করে ১ম স্থান অধিকার করে। সদস্য হওয়ার পর থেকে সে নিয়মিত ক্লাবের মিটিং এ অংশগ্রহন করে বিভিন্ন বিষয় যেমন বাল্য বিবাহ, শিক্ষার গুরুত্ব, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। সে দলিত স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার্থী হওয়ায় শিক্ষা উপকরণ ও উপবৃত্তি সহায়তা নিয়মিতভাবে পেয়ে আসছে। যা তার লেখাপড়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে অত্যন্ত সহযোগিতা করছে। ২০২০ সালে হার চয়েস প্রকল্প কেশবপুর উপজেলায় মোট ২৫ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মা'দের মাঝে ৩০০০/= (তিন হাজার টাকা) করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। যাতে করোনাকালীন মুহূর্তেও সে শিক্ষা থেকে ঝড়ে না পড়ে। তমালিকার সকল তথ্য নিয়ে হার চয়েস প্রকল্প উপজেলা সমাজসেবা দপ্তরে যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে প্রতিবন্ধী ভাতা পাইয়ে দেয়। আশাকরা যায় এটা তার উচ্চশিক্ষায় অত্যন্ত সহায়ক হবে। সে এবং তার বাবা-মা সমাজকে দেখাতে চায় কিভাবে একটি মেয়ে প্রতিবন্ধী হয়েও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে আলো জ্বালাতে পারে।

The story of a disable drawing artist who won first place in a drawing competition

Tamalika Das lives in Banshbaria village of Sagardari union in Keshabpur upazila of Jashore district. Her father is Madhav Das, mother is Radha Das. Tamalika, the eldest of three siblings, is a 9th class student of Banshbaria Secondary School. Younger sister Anamika Das is in 4th class and her only brother Badhan Das is in class 1 in Raghunathpur Government Primary School. Her father is a day laborer who has no land of his own. He does when he gets work in someone's field. Unable to cope with the family's expenses, Tamalika's mother worked as a day laborer. Meanwhile, when Tamalika came to earth, they were happy but worried because Tamalika was born as a child with special needs. Certain part is missing of her left hand from birth. Her family is very worried about her because they are hardcore poor and the girl is disabled also. Being disabled, her peers don't even take her to play. On the other hand, in 2016, the club members of the Her Choice project were given the membership of the club on the basis of priority to the teenagers with special needs. Since then she has been a member of the Banshbaria Adolescent Club. She is also a good drawing artist and on the occasion of National Children's Week 2020, she won the 1st place by competing with the mainstream children at the upazila level. Since becoming a member, she regularly attends club meetings to gain knowledge on various topics such as child marriage, the importance of education, sexual & reproductive health. As she is a regular student of Dalit School, she has been getting educational materials and stipend assistance regularly which is very helpful to take her studies forward. In 2020, the Her Choice Project provided financial assistance of taka. 3,000/= (Three Thousand taka only) to the mothers of a total of 25 children with special needs in Keshabpur upazila. So that she does not fall out of education even in the moment of corona pandemic. Tamalika got disability allowance from Keshabpur upazila Social Service Department by the active advocacy of Her Choice project. Hopefully that will be very helpful in her higher education. She and her parents want to show, how a girl with a disability can shine the society by being highly educated.

ক্লাব সদস্যদের করোনাকালীণ কার্যক্রম

২০১৬ সালে কেশবপুর উপজেলার ১২ টি গ্রামে ১২ টি কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হার চয়েস প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৯টি কিশোর ক্লাব এবং আরও ৬টি কিশোরী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করা হয়। জুলাই ২০১৮ তে আরও একটি কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মোট ১৯ টি কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে হার চয়েস প্রকল্প পূর্ণতা লাভ করে। কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ক্লাবের মাসিক ও ত্রৈমাসিক সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। যেমনঃ বাল্য বিবাহের আইন, কুফল, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, ইভটিজিং প্রতিরোধ, নারী পুরুষের বৈষম্য ইত্যাদি। এছাড়াও তারা কমিউনিটির বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের জন্য উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা এবং পিয়ার গ্রুপের মাধ্যমে এলাকায় বাল্য বিবাহ রোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ২০২০ সালে যখন সারাবিশ্ব করোনা মহামারীতে আক্রান্ত, তখন হার চয়েস প্রকল্পের কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ওরিয়েন্টেশনের বিষয় ছিলোঃ

১. করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিধি, ২. করোনার লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় ৩. করোনা আক্রান্ত হলে করণীয় ৪. খাদ্যাভ্যাস কি ধরনের হওয়া উচিত ইত্যাদি। এছাড়াও হার চয়েস প্রকল্প এলাকার ১৯ টি গ্রামে ১৯ টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার কর্ণার প্রতিষ্ঠা করে যেখান থেকে গ্রামের মানুষ নিয়মিত হাত ধুতে পারে। ১৯ টি গ্রামকে জীবাণু মুক্ত করার জন্য ১৯ টি স্প্রে মেশিন ও হ্যান্ড মাইক প্রদান করা হয়েছে গ্রামের মানুষকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করছে এবং হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছে। প্রতিটি বাড়িতে করোনা সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করছে। এছাড়াও সম-বয়সীদের সাথে পিয়ার গ্রুপের মাধ্যমে নিজ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামেও সচেতনতামূলক কাজ করছে। করোনাকালীন বাল্য বিবাহের হার বৃদ্ধি পেলে তখন তারা কিশোরী মেয়েদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেছে এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করেছে। বর্তমানে করোনা প্রতিরোধে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

Club members' activities during Corona pandemic

In 2016, the journey of Her Choice project started with the establishment of 12 adolescent clubs in 12 villages of Keshabpur upazila. From January 2017, 9 adolescent boys clubs and 8 more adolescent girls clubs were established. In July 2018, another adolescent girls club was established and the Her Choice project is completed its all adolescent clubs. The members of the adolescent club have become aware of various issues through the monthly and quarterly meetings of the club. Such as: child marriage laws, demerits and impact of child marriage, sexual and reproductive health and rights, prevention of eve-teasing, gender discrimination etc. They also communicate regularly with the upazila administration and police administration to prevent child marriage in the community and continue the work regularly to prevent child marriage. In 2020, when the whole world was affected by the Corona pandemic, that time the members of the adolescent club were given orientation to prevent corona virus. Orientation topics were: Corona preventive measures, corona symptomps, health & hygiene rules, food habit, primary health care after affected by corona. The project also established 19 hand sanitizer corners in 19 villages in the project area from where villagers can wash their hands regularly. To disinfect 19 villages, 19 spray machines and hand mikes have been provided to make the villagers aware about the corona virus. The members of the club visits door to door to make the community aware and provide orientation on the proper method of hand washing. They are distributing awareness leaflets in every home. They are also working with their peers through peer groups in their own village and outside the village. When the rate of child marriage was increasing in Corona situation, they visited the houses of teenage girls to discuss with their parents and prevent child abuse in the community by seeking the cooperation of the administration as needed. At present their activities in the prevention of corona are continuing.